সপ্তদশ অধ্যায়

স্বায়ত্তশাসন

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন

স্বায়ত্তশাসন বলতে স্ব-শাসন বা নিজেদের শাসনকে বোঝায়। এই ব্যবস্থার মূল কথা হল স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা কোন অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। প্রাচীন ভারতে সভা, সমিতি , পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিভিন্ন স্বায়ত্ত -শাসিত প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল। কালত্র(মে ভারতের এই নিজস্ব স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটে।

গ্রামীণ চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ ঃ ব্রিটিশ আমলে মূলতঃ রাজস্ব সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই ভারতে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তৎকালীন বঙ্গদেশে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রণীত প্রথম উল্লেখযোগ্য আইনটি হল গ্রামীণ চৌকিদারী আইন। ১৮৭০ সালে এই গ্রামীণ চৌকিদারী আইন প্রণীত হয়। যদিও প্রকৃত অর্থে একে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা বলা যায় না। এই আইন বলে জেলাশাসক, কোন গ্রামে ষাটের অধিক বাড়ী থাকলে সেখানে পঞ্চায়েত নিযুক্ত(করতেন। এই পঞ্চায়েতের মূল কাজ ছিল কোন্ গ্রামে কটি চৌকিদার নিযুক্ত(হবে তার সংখ্যা স্থির করা, তাদের মাসিক বেতন স্থির করা এবং এদের ভরণপোষণের জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গ্রামে বাৎসরিক কর ধার্য ও সংগ্রহ করা। এই চৌকিদারদের বরখাস্ত করার (মতাও পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত ছিল। পরবর্তীকালে ১৮৭১ এর ১ নম্বর সংশোধন আইনের দ্বারা এই আইন পরিবর্তিত হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী কোন চৌকিদার নিযুক্ত(না হওয়া পর্যন্ত কোন গ্রাম বা ইউনিয়ন এলাকায় এই আইন প্রযোজ্য হ'ত না।

দি ডিস্ট্রিক্ট রোড সেস্ অ্যাক্ট, ১৮৭১ ঃ এই আইনের মাধ্যমে রাস্তা ঘাট বা অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার নির্মাণ ও র(ণাবে(ণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে কর ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা করা হ'ত। যে সমস্ত জেলায় এই আইন কার্যকরী হয়েছিল, সেখানে এই আইনের বলে সমস্ত জমির মূল্য নির্ধারিত হ'ত ও সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির উপরেই এই সেস্ বা উপকর ধার্য হ'ত। শহর ও সেনানিবাস এলাকার বাইরে এই আইন প্রযোজ্য হ'ত। এই আইনের প্রয়োগ ও দেখভালের জন্য একটি জেলা কমিটি গঠিত হয়েছিল। জেলা শাসক, জেলার অন্যান্য আধিকারিক ও স্থানীয় কর্তৃপ(দ্বারা মনোনীত কিছু উপকরদাতাকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হ'ত। এই আইন পরিচালনার কাজে কর্মচারীদের ব্যয় ও অন্যান্য খরচ সংগৃহীত উপকর তহবিল থেকেই করা হ'ত।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কীয় লর্ড রিপনের সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ ১৮৮২ সালের লর্ড রিপনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংত্র(ান্ত প্রস্তাবকে ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে এক গু(ত্বপূর্ণ পদ(প বলে ধরা হয়। এই প্রস্তাবকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থায় সরকারী প্রতিনিধিদের সরিয়ে সেই জায়গায় বেসরকারী প্রতিনিধি বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে আর্থিক ও প্রশাসনিক (মতা হস্তান্তরের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়। এই প্রে(াপটে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার অ্যাসলে ইডেন একটি নতুন দ্বিমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাদেশিক কর্তৃপ(গুলির ত্র(মবর্দ্ধমান প্রশাসনিক ভারের কিছু অংশকে লাঘব করার জন্য স্থানীয় করের ব্যবস্থা করা ও স্থানীয় গু(ত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ব্যয়সংত্র(ান্ত বিষয়ে জনসাধারণ বা তাদের প্রতিনিধিকে আরও বেশী (মতা অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্ত সমূহের উপর ভিত্তি করেই ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রণীত হয়।

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫ ঃ এই আইন অনুসারে তিন স্তরের স্থানীয় কর্তৃপ(গড়ে তোলা হয়। এগুলি হ'ল জেলা বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড এবং ইউনিয়ন কমিটি। জেলা বোর্ডের কর্তৃত্ব সমস্ত জেলার উপর বিস্তৃত ছিল, প্রতি মহকুমায় হ'ত একটি করে স্থানীয় বোর্ড এবং প্রতিটি মহকুমার অধীনে নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত হ'ত একাধিক ইউনিয়ন কমিটি। জেলা বোর্ড রাস্তা ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা , প্রাথমিক শি(া, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং পশু চিকিৎসার দেখভাল করত। স্থানীয় বোর্ড গ্রামীণ রাস্তা , খোঁয়াড় ও ফেরী ব্যবস্থার তদারকী করত এবং ইউনিয়ন কমিটি গ্রামীণ রাস্তা দেখভাল, খোঁয়াড় নিয়ন্ত্রণসহ স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার দেখাশোনা করত।

জেলা বোর্ড ঃ এই আইন অনুসারে ১৮৮৫ সালে ১ লা অক্টোবর মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড গঠিত হয়েছিল। জেলা শাসকের কার্যালয়ে ১৮৮৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সদস্যদের প্রথম সভা হয় ও ফিনান্স কমিটি গঠিত হয়। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা বোর্ডের সভায় ১৮৯০ সালের ৩১ শে মার্চ দুর্ভি(মোকাবিলার ত্রাণ কার্যের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্থানীয় বোর্ড ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় নিম্নলিখিত স্থানীয় বোর্ডগুলি পাশে উল্লিখিত থানাসমূহ নিয়ে গঠিত হয়েছিল -

স্থানীয় বোর্ড	অধীনস্থ থানা
সদর	সুজাগঞ্জ, নওদা, দৌলতাবাদ
কান্দী	কান্দী, গোকর্ণ, ভরতপুর, খড়গ্রাম,
লালবাগ	সাহানগর, মানুল্লাবাজার, আসানপুর, কল্যাণগঞ্জ, ভগবানগোলা, সাগরদীঘি
জঙ্গীপুর	সামশেরগঞ্জ, দেওয়ানসরাই, মীর্জাপুর, রঘুনাথগঞ্জ

স্থানীয় বোর্ডে নির্বাচিত ও মনোনীত, দুই ধরণের সদস্য ছিল। ১৮৮৬ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর জেলাশাসকের কার্যালয়ে বিভিন্ন স্থানীয় বোর্ড সমূহের একটি সভা হয়। সেই সভায় স্থানীয় বোর্ডগুলির সভাপতি ও সহ সভাপতি নির্বাচন হয়। স্থানীয় বোর্ডের সদস্যরা জেলা বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

ইউনিয়ন কমিটি ঃ ১৮৯৬ সালের ১৯ শে জুনের সভায় সভাপতি চারটি ইউনিয়ন কমিটির কাজকর্ম শু(করার ব্যাপারে তিনি ইতিমধ্যে কি পদ(প নিয়েছেন তার ব্যাখ্যা করেন। উল্লেখ্য যে ঐ ইউনিয়ন কমিটির সদস্যেরা ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত(হয়েছিলেন। সভাপতির গৃহীত পদ(প সমূহ ঐ সভায় অনুমোদিত হয় ও আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যদি কোন লোকাল বোর্ড অনুমোদন দাখিল করে তাহলে জেলা বোর্ডের বাজেটে ইউনিয়ন কমিটির কাজকর্মের জন্য আলাদাভাবে র(ত এক হাজার টাকা থেকে প্রতিটি ইউনিয়ন কমিটিকে একশত টাকা করে দেওয়া হবে।

জেলা বোর্ড গঠনের শু(থেকেই জেলা শাসক মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে একজন বেসরকারী ব্যক্তি(কে এই সভাপতি পদে নিযুক্ত(করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরী(ামূলকভাবে মুর্শিদাবাদ জেলাকে এইজন্য বেছে নেওয়া হয়। সেই অনুসারে ১৯১৬ সালে ২৩ শে ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম কোন বেসরকারী ব্যক্তি(কে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত(করা হয়।

১৯০৯ সালে ধুলিয়ানে একটি ইউনিয়ন কমিটি পৌরসভায় রূপান্তরিত হয়। ১৯১৮-১৯ সালে আরও ২০ টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জেলা বোর্ডের থেকে (মতা ও অর্থ পাওয়ার পরও এই ইউনিয়ন কমিটিগুলি প্রকৃত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থা রূপে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প(তখনই নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ ঃ প্রকৃত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে 'বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন' প্রণীত হয়। এই আইনে চৌকিদারী পঞ্চায়েতকে ইউনিয়ন কমিটির সঙ্গে যুক্ত(করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। গ্রামের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক (মতা ও দায়িত্ব অর্জনের ল(্যে এই সংস্থাকে নিজস্ব কর নির্ধারণ ও আদায়ের (মতা দেওয়া হয়। ইউনিয়ন বোর্ড ছিল সরাসরিভাবে জেলা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে। উপরোক্ত(আইনানুসারে ১৯২২ সালের শেষদিকে মুর্শিদাবাদের ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে ১৯২৬ সালের ২১ শে আগস্ট জেলা বোর্ডের একটি সাধারণ সভায় জেলার যে সব জায়গায় ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয় সেখানে স্থানীয় বোর্ডকে অবলুপ্ত করা হয়। এ ছাড়াও ১৯২৮-২৯ সালে জেলার ২৯ টি ইউনিয়ন কমিটিকে ইউনিয়ন বোর্ডে রূপান্তরিত করা হয়। সেই বৎসরে জেলায় মোট ১৬০ টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। জেলা বোর্ড থেকে প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডকে তার প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য পঁচিশ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত আইন জারী হওয়ার আগে পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন মহকুমার অধীনে মোট ১৫৮ টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। ১৯৪৪ সালে বিভিন্ন মহকুমায় যে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল তা এইরূপ - জঙ্গীপুরে-৩৪, কান্দীতে - ৩৭ টি , সদরে- ৫০ টি এবং লালবাগে-৩৭টি । এছাড়াও ঐ বৎসর জেলায় মোট ৩২ টি ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ৩২ টি ইউনিয়ন কোর্ট ছিল। আইনী নিষেধাজ্ঞার কারণে বহরমপুর সদরের ৬ টি, জঙ্গীপুর মহকুমার ২ টি ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন করা যায়নি।

৩১ শে জুলাই ১৯৩৭ মুর্শিদাবাদে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন পর্বের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় 'গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন পর্বের' সুবর্ণ জয়ন্তী উপল(৩১ শে জুলাই ১৯৩৭ সালে এক বর্ণময় স্মারক উৎসব পালিত হয়। এই উপল(১৯৩৭ সালের ১ লা জুলাই ১৯৩৬-৩৭ বৎসরের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যবিবরণী সম্বলিত একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় যাতে বোর্ডের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ও গু(ত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিবরণ ছিল।

১৯৪৪ সালের ১ লা মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানীয় বোর্ডের অবলুপ্তি ঘটে। জেলা বোর্ডের অবশিষ্ট সদস্যরা ১৯৪৮ সালে ঐ পদে প্রথম প্রত্য(নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন।

কিছু অনিয়মের জন্য ১৯৫১ সালে সরকার জেলা বোর্ডকে বাতিল করে। জেলা বোর্ডের সদস্যেরা ১৯৫২ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন।

স্বাধীনোত্তর কালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশাত্মক নীতির ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন ও স্থানীয় সরকার হিসাবে কাজ করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় (মতা ও কর্তৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আইন প্রণয়নের (মতা পায় রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭ ঃ সংবিধানের এই নির্দেশাত্মক নীতির পরিপ্রে(তে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লে(্যে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রণীত প্রথম আইনটি হ'ল পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৭। উল্লেখ্য যে স্বাধীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প(প্রথম জোরালো সুপারিশ করে বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি। মেহতা কমিটির সুপারিশে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। প্রথম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, দ্বিতীয়স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি এবং তৃতীয়স্তরে জেলা পরিষদ। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন কিন্তু মেহতা কমিটির সুপারিশ দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। এই আইনে দ্বিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই দুটি স্তর হল , গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৩ সাল অবধি পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশ গ্রামে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন বলে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রতিষ্ঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চল পঞ্চায়েত ও পুরাতন ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা নিম্নরূপ -

থানা	পুরাতন ইউনিয়ন	গ্রাম পঞ্চায়েত	অঞ্চল পঞ্চায়েত
বেলডাঙ্গা	১৫	১২৫	১৮
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৬	৪২	৮
সাগরদীঘি	৯	৬৪	১০
কান্দী	৬	৫৫	৭
বড়এ(া	৯	৭৩	১১
ভরতপুর	১৩	৯৩	১৫

পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩ ঃ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার লে(্য ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে আরও একটি নতুন আইন প্রণীত হয়। সেটা হল 'পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩'। এই আইনে আরও দুটি স্তরে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এই দুটি স্তর হল ব্লক পর্যায়ে ' আঞ্চলিক পরিষদ' ও জেলা পর্যায়ে 'জেলা পরিষদ'। এইভাবে ১৯৫৭ এবং ১৯৬৩ সালে দুটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে চার স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। (১) গ্রামস্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) কয়েকটি গ্রাম নিয়ে অঞ্চল পঞ্চায়েত, (৩) ব্লক স্তরে আঞ্চলিক পরিষদ এবং (৪) জেলাস্তরে জেলা পরিষদ।

জেলা পরিষদ ঃ 'পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইন, ১৯৬৩' - এর বিধান অনুসারে ১৯৬৫ সালের ১৫ ই মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের অবলুপ্তি ঘটে ও আগেকার জেলা বোর্ডকে 'জেলা পরিষদ' রূপে পুনর্গঠিত করা হয়। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের কাজে জনগণকে যুক্ত(করার উদ্দেশ্যে জেলা পরিষদ নিজেকে যুক্ত(করে। জেলা পরিষদ তার সীমিত আর্থিক (মতা ও (দ্র পরিকাঠামোর দ্বারা গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি পরিষেবা, গ্রাম্য রাস্তার উন্নয়ন ও র(ণাবে(ণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রভৃতি কাজে নিজেকে যুক্ত(করে। জেলা পরিষদ তার নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও রাজ্য সরকারের দেওয়া অর্থের সঙ্গে সংগতি রেখে ২০ টি গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রে আর্থিক সাহায্য করত। প্রতি বৎসর জেলা পরিষদ তহবিলের একটা বড় অংশ তার রাস্তা র(ণাবে(ণের কাজে ব্যয়িত হ'ত। প্রতি বৎসর আটটি টোল ও একটি মাদ্রাসার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় হ'ত। এছাড়াও বহরমপুর শহরে অবস্থিত মূক ও বধির স্কুলকে জেলা পরিষদ বাৎসরিক এক হাজার টাকা করে অনুদান দিত।

১৯৭৩-৭৪ সালের আর্থিক বৎসরের জন্য বিভিন্ন খাতে জেলা পরিষদের ব্যয় সংত্র(ান্ত একটি তথ্য এবং মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীনস্থ অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য নিচে দেওয়া হ'ল --

বিভিন্ন খাতে জেলা পরিষদের ব্যয়,১৯৭৩-৭৪

সাধারণ প্রশাসন	৯৮,৪৩৫.০০ টাকা
আইন ও বিচার শি(া	৩৭৮.০০ টাকা
চিকিৎসা পরিষেবা	১,৮৮৮.০০ টাকা
অবসরকালীন ভাতা ও পেনসন্	৩৩,৮৭৭.০০ টাকা
খাতা কলম ও মুদ্রণ	৯৯৮.০০ টাকা
বিবিধ	১,৩৩৫.০০ টাকা
নাগরিক পরিষেবা	৪,০০,০৩১.০০ টাকা
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৩,৩১,৯৬৫.০০ টাকা

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের অধীনস্থ অঞ্চল ও প্রতিষ্ঠান, ১৯৭৪

প্রতিষ্ঠান	বহরমপুর	কান্দী	লালবাগ	জঙ্গীপুর
আঞ্চলিক পরিষদ	৭	৫	৭	৭
অঞ্চল পঞ্চায়েত	৬৮	৪৪	৫৬	৫২
ইউনিয়ন বোর্ড	৬	-	-	২
মৌজা	৪২৬	৫০৯	৪৮৯	৪৭৭

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সম্পদ ,১৯৭৪

প্রতিষ্ঠান	বহরমপুর	কান্দী	লালবাগ	জঙ্গীপুর
ডাকবাংলো	৪	৪	৪	২
ফেরী	৩	৬	১৪	৪
ডিসপেনসারী	১	১	২	১
কুষ্ঠ চিকিৎসা কেন্দ্র	১	১	১	-
সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্র	৬	৫	৪	৫
সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়	৩	২	১	২
নলকূপ	১৪৭	৬৯	৯৪	৯৩
ইঁদারা	২৭৬	৫৮	৮৪	৬৩
পুষ্করিণী	৮	৩০	২	৭
পাকা রাস্তা (কি.মি)	৪.৪৪	৯.৮৫	৪.১২	০.৮৭
কাঁচা রাস্তা (কি.মি)	৮৫৯.০৬	৪১৩.২৫	৫৭৪.৮০	৬২২.২২

আঞ্চলিক পরিষদ ঃ আগেই বলা হয়েছে ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গে জেলা পরিষদ আইনে ব্লক পর্যায়ে গঠিত পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের নাম হয় আঞ্চলিক পরিষদ। সমস্ত আঞ্চলিক পরিষদ ও ব্লক একই সীমানাভুক্ত(ছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে জেলার আঞ্চলিক পরিষদগুলিতে মোট ৬৬৬ জন সদস্য ছিল তার মধ্যে ৫৪ জন ছিলেন মহিলা। ঐ বৎসরে আঞ্চলিক পরিষদগুলি গ্রামে মোট ১২১ টি সভা করেছিল যাতে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ছিল মাত্র ১০ জন। আঞ্চলিক পরিষদগুলি ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে বিভিন্নভাবে যথাত্র(মে মোট ৪৩,৫৩,৩৬৬.০০ টাকা ৩৩,৩৯,৯৩৪.০০ টাকা ও ৫,১১,৩২২.০০ টাকা পেয়েছিল। অর্থ প্রাপ্তির একটি বিস্তৃত বিবরণ সারণী -১৭.১ এ দেওয়া হ'ল -

অঞ্চল পঞ্চায়েত ঃ ১৯৬৮-৬৯ সালে মুর্শিদাবাদে মোট ২২৫ টি অঞ্চল পঞ্চায়েত ছিল এবং এগুলির অধীনে মোট পরিবার সংখ্যা ছিল ৪,৫৮,৭২৫। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলিতে মোট ৪৪৭৮ জন সদস্য ছিল যার মধ্যে ৪ জন ছিলেন মহিলা সদস্য, ২১৩ জন সচিব, ২২৩ জন দফাদার , ১৬০৫ জন চৌকিদার ও ২৪ জন অন্যান্য কর্মী ছিলেন। ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বৎসরে অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির আয়-ব্যয় সারণী -১৭.২ এ দেওয়া হ'ল।

গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ ১৯৬৮-৬৯ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ১৪৮১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল ও মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬,৮৪৬ যার মধ্যে ৯ জন মহিলা। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি মোট ৮,২১১ টি সভা করেছিল। ঐ বৎসরে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মোট আয় ব্যয় সারণী -১৭.৩ এ দেওয়া হ'ল।

সারণী -১৭.১

আঞ্চলিক পরিষদগুলির আয় ও ব্যয়

সাল	আয়ের উৎস	আয় (টাকা)	ব্যয়ের ((ত্র	ব্যয় (টাকা)
১৯৬৬-৬৭	রাজ্য সরকারের দেওয়া সাহায্য	১,৮৮,৫৯৯	প্রতিষ্ঠানিক খরচ	১,৫৪,৬৬২
	কৃষি সমষ্টি উন্নয়ন ও অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত	৩,৪৮,১৮৩	উন্নয়ন কাজে দেয় অর্থ	১৩,৫৩,৪৪৬
	জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত	৩৫,৪২,৬৩২	আঞ্চলিক পরিষদের সরাসরি উন্নয়ন ব্যয়	২,৩৬,৭৫৭
	দান প্রভৃতি	২,৯৩,৯৫২	অন্যান্য	২৪,৯০,২৫৫
	মোট	৪৩,৫৩,৩৬৬		৪২,৩৫,০৭০
১৯৬৭-৬৮	রাজ্য সরকারের দেওয়া সাহায্য	১,৫৭,৫১৮	প্রাতিষ্ঠানিক খরচ	১,৭৩,০৬০
	কৃষি সমষ্টি উন্নয়ন ও অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত	১২,০৮০	উন্নয়ন কাজে দেয় অর্থ	১৯,৬৭০
	জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত	১,৫৯,০৫৮	আঞ্চলিক পরিষদের সরাসরি উন্নয়ন ব্যয়	১,৫৪,৪৭৫
	দান প্রভৃতি	১১,২৭৮	অন্যান্য	৭২,৯৬৯
	মোট	৩৩,৩৯,৯৩৪		৪,২০,১৭৪
১৯৬৮-৬৯	রাজ্য সরকারের দেওয়া সাহায্য	২,০০,৭৯১	প্রাতিষ্ঠানিক খরচ	১,৬২,০০৯
	কৃষি সমষ্টি উন্নয়ন ও অন্যান্য বিভাগ থেকে প্রাপ্ত	২,৫৪,১১৪	উন্নয়ন কাজে দেয় অর্থ	৪২,৫৫১
	জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্ত	৩১,২৩০	আঞ্চলিক পরিষদের সরাসরি উন্নয়ন ব্যয়	১,৪৯,১৬৯
	দান প্রভৃতি	২৫,১৮৭	অন্যান্য	৫১,৫৫৯
	মোট	৫,১১,৩২২		৪,০৫,১৮৮

সারণী- ১৭.২
অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলির আয় ও ব্যয়

বিষয়	আয় (টাকা)	বিষয়	ব্যয় (টাকা)
প্রারম্ভিক স্থিতি	৫,৩২,৫০৩.০০	সচিবের বেতন	৩,৬৫,৭৯৪.০০
আদায়ীকৃত ট্যাক্স	৯,৩৯,৯৪৯.০০	চৌকিদার ও অন্যান্য বেতন	৪,৫২,৮৬৪.০০
সরকার কর্তৃক দেয় অনুদান	১১,০৪,৬৯০.০০	গ্রাম পঞ্চায়েত দেয় অনুদান	২,৭২,৪৩৫.০০
আঞ্চলিক পরিষদ হইতে গৃহীত	৪৩,৯৪৯.০০	অন্যান্য কারণে খরচ	২৯,৭৬৪.০০
অন্যান্য সংগ্রহ	২,২৩,১১১.০০	আঞ্চলিক পরিষদ হইতে	
		গৃহীত অনুদানের খরচ	৬০,০৮৭.০০
		অন্যান্য	১১,৫৮,৯২৮.০০
		সমাপন স্থিতি	৪,৯৪,৩৩০.০০
মোট	২৮,৩৪,২০২.০০	মোট	২৮,৩৪,২০২.০০

সারণী- ১৭.৩
গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির আয় ও ব্যয়, ১৯৬৮-৬৯

বিষয়	আয় (টাকা)	বিষয়	ব্যয় (টাকা)
প্রারম্ভিক স্থিতি	১,৮১,৭১৬.০০	উন্নয়নমূলক	
		কাজের জন্য	৫,১১,০৮৭.০০
অঞ্চল পঞ্চায়েত			
কর্তৃক দেয়	৪,৮৯,৯৩৫.০০	অন্যান্য খরচ	৪৮,০৫২.০০
দান বাবদ গৃহীত	৬৪,২৯২.০০	সমাপন স্থিতি	১,৮৩,৪৯৩.০০
উন্নয়ন মূলক কাজ			
বাবদ গৃহীত	৭,১৩৯.০০		
মোট	৭,৪৩,০৮২.০০	মোট	৭,৪৩,০৮২.০০

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হিসাবে এই চারস্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তেমন সফল হতে পারেনি। জনগণের অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র। তাছাড়া দীর্ঘদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। এই চারস্তরের ব্যবস্থার মধ্যে কোন পারস্পরিক সমন্বয় ছিল না, যার ফলে ১৯৫৭ ও ১৯৬৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে যে বিধানগুলি ছিল তার ঠিকমত প্রয়োগও এই চারস্তরের পঞ্চায়েত করতে পারেনি। সর্বোপরি এই পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারের মাত্রাতিরিক্ত(নিয়ন্ত্রণ থাকার জন্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলি কোন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারেনি। ১৯৬৯ সালে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদগুলিকে (মতাচ্যুত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ঃ উপরোক্ত(বিভিন্ন কারণে চারস্তরের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে মেহতা কমিটির সুপারিশকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন পাশ হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ ই জানুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রপতি এই আইনের প্রতি তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। এই নতুন আইনে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে - কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলাস্তরে জেলা পরিষদ। উল্লেখ্য যে এই আইনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ও তিনটি স্তরেই প্রত্য(নির্বাচনের কথা বলা হয়।

১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ১৯৭৩-৭৪ আর্থিক বৎসরের জন্য ঐ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের একটি তালিকা সারণী -১৭.৪ এ প্রদত্ত হ'ল -

সারণী -১৭.৪

পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং ব্যয়, ১৯৭৩-৭৪

ব্লকের নাম	অঞ্চল পঞ্চায়েতের	গ্রাম পঞ্চায়েত	ব্যয় (টাকা)		
	সংখ্যা	সংখ্যা	আর্থিক পরিষদ	অঞ্চল পঞ্চায়েত	গ্রাম পঞ্চায়েত
১) বহরমপুর	১৫	৮৪	১৭৬১৭.০০	১৪৪৪৭১.০০	২২৭৩৫.০০
২) বেলডাঙ্গা-১	১০	৭৫	১৬৪০৩.০০	১৭৪৩১৪.০০	৪৪৮৪১.০০
৩) বেলডাঙ্গা-২	৮	৫০	১৮০৯১.০০	৯৪২১৩.০০	১১২১৬.০০
৪) হরিহরপাড়া	৯	৭১	৬২৪.০০	৭৭৪০৯.০০	
৫) নওদা	৪	২৫	৫৬১৮৭.০০	-	-
৬) ডোমকল	১২	৯৪	১৬০৯১০.০০	-	-
৭) জলঙ্গী	১০	৬৬	৯৬২০৯.০০	৯৬০৪.০০	
৮) মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	৮	৪২	৫৬৬৩.০০	৪৪৬৬০.০০	১৩৬৮৪.০০
৯) রাণীনগর-১	৬	৪৪	৬৬০২৭.০০	-	-
১০) রাণীনগর-২	৫	৪৫	৬৭৭৯২.০০	-	-
১১) ভগবানগোলা-১	৮	৫৪	৯৮৯৭২.০০	-	-
১২) ভগবানগোলা-২	৭	৫২	২৪৬৯৮৮.০০	-	-
১৩) লালগোলা	১২	৮২	৭২৬৯.০০	১০৯৫৯৬.০০	৮১৯০.০০
১৪) নবগ্রাম	১০	৭৬	৬৪৮৯.০০	১১৭৩৯.০০	১২১০২.০০
১৫) কান্দী	৭	৫৫	১৬৮৬০৩.০০	৮৫৭৩০.০০	৮০২০.০০
১৬) খড়গ্রাম	১২	৯৭	৭৮৯৮.০০	১২৭৩৪০.০০	১০২৫৯.০০
১৭) বড়এ(া	১১	৭৩	-	১৫৩৬৪২.০০	১৯৩১৬.০০
১৮) ভরতপুর-১	৮	৫২	-	৮৫৬৯০.০০	১১৪০৭.০০
১৯) ভরতপুর-২	৭	৪১	৬৩৬২.০০	৮৯৮৭৭.০০	১১৪০৭.০০
২০) রঘুনাথগঞ্জ-১	৬	২৭	-	-	-
২১) রঘুনাথগঞ্জ-২	৬	৪০	৮৩৬৪.০০	৭৩৪৩৫.০০	৭১০১.০০
২২) সুতি-১	৬	৪১	১১৩২০.০০	৬৭৬০৯.০০	৭৬৪৬.০০
২৩) সুতি-২	৭	২৫	৯৫৩২১.০০	৫৬০৫.০০	
২৪) সামশেরগঞ্জ	৯	৬৫	৮৯৬৫.০০	৮৫৭০৩.০০	১০৭৯৫.০০
২৫) সাগরদীঘি	৯	৫৭	-	-	-
২৬) ফরাক্কা	৮	৬০	১১১৯২.০০	৭৪৮৯৫.০০	৬১১৭.০০

পঞ্চায়েতে নবপর্যায়, ১৯৭৮ ঃ পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইতিহাসে ১৯৭৮ সাল একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ এর বেশ কিছু সংশোধনী পাস হয়। সেই সংশোধনী আইনের ভিত্তিতে ১৯৭৮ সালের ৪ঠা জুন পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তিনটি স্তরেই সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হয়। প্রসঙ্গত, এই নির্বাচনের সময় রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ছিলেন এই জেলার সুসন্তান শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থে সেইখান থেকেই শু(। এরপর থেকে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর যথাত্র(মে ১৯৮৩ সালের জুন মাসে, ১৯৮৮ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ সালে ৩০ শে মে ও ১৯৯৮ সালের মে মাসে, ২০০৩ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চায়েতকে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের মূলশক্তি(তে

রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ও গ্রামীণ মানুষের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে পঞ্চায়েতকে গ্রামীণ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সকল দায়িত্ব অর্পণকে সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রয়োজনে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মোট ঊনিশবার পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের সংশোধন করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে চারবার, ১৯৭৯ সালে দু'বার, ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালে একবার করে, ১৯৮৩ সালে একবার, ১৯৮৫ সালে দু'বার এবং ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সালে একবার করে এই আইন সংশোধিত হয়েছে।

১৯৭৩ সালের পঃবঃ পঞ্চায়েত আইনের উপরোক্ত সংশোধনী সহ রাজ্য সরকার প্রণীত এই সংক্রান্ত কতকগুলি নিয়মাবলী মিলেই হল পঞ্চায়েতের আইন কানুন। এই আইন কানুনের আওতায় পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

১৯৭৮ সালের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ২৫২ টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ২৬ টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ১টি জেলা পরিষদে যথাক্রমে ৩৮৩৬ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ৬৭৫ জন পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য এবং ৫২ জন জেলা পরিষদ সদস্য প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচিত সদস্যদের দলগত অবস্থা নিম্নরূপ -

সারণী- ১৭.৫

দল ও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা

দলের নাম	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ
সি পি আই(এম)	১৯৫১	৩৭২	৩০
আর এস পি	৬১০	১২২	১৩
ফরওয়ার্ড ব্লক	২৪	৫	১
কংগ্রেস(আই)	৫৬৭	৭৮	৫
সি পি আই	১৬	৪	-
কংগ্রেস (এস)	১৩১	২৯	-
নির্দল ও অন্যান্য	৫৩৬	৬৫	৩
	মোট -৩৮৩৫	মোট -৬৭৫	মোট -৫২

গঠন ঃ সংলগ্ন কয়েকটি গ্রাম (যাকে ১৯৫৭ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত বলা হ'ত) নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম পঞ্চায়েত। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত আয়তনে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইনদ্বারা গঠিত ইউনিয়ন বোর্ড বা ১৯৫৭ সালের পঃবঃ পঞ্চায়েত আইনের অঞ্চল পঞ্চায়েতের সমতুল্য যা মোটামুটি কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার জন- সংখ্যা বিশিষ্ট একটি নির্দিষ্ট এলাকা। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে কয়েকটি নির্বাচনী কেন্দ্রে ভাগ করা হয় যাকে বলা হয় 'গ্রাম সংসদ' এবং প্রতিটি সংসদে ভোটার সংখ্যার অনুপাতে সর্বাধিক দুইজন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। ১৯৯৪-এ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের আগে পর্যন্ত একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে নূন্যতম ৫ থেকে সর্বাধিক ২৫ জন সদস্য থাকতে পারতেন, সংশোধিত আইনে সর্বাধিক সংখ্যাটি বেড়ে ৩০ হয়েছে। সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছাড়া পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য হবেন। মোটামুটিভাবে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩ জন পঞ্চায়েত সমিতি-সদস্য নির্বাচিত হন।

আসন সংরক্ষণ ঃ ১৯৯২ সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের আগে পর্যন্ত তপসিলী জাতি, উপজাতি বা মহিলাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না, সরকার ঐ অংশভুক্তদের মধ্যে থেকে দুজন প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারতেন। সংশোধিত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনের ১/৩ অংশ মহিলা সদস্যদের জন্য ও তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার তপসিলী জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত মোট আসনের অন্তত ১/৩ সংরক্ষিত জাতি উপজাতি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

মূল আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল চার বৎসর, ১৯৮৩ সালে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে কার্যকালের মেয়াদ বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে।

গ্রাম সভায় পঞ্চায়েতের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে (পঃ সমিতি সদস্য বাদে) একজনকে প্রধান ও একজনকে উপ-প্রধান নির্বাচিত করেন। প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক বিষয় ও প্রশাসন পরিচালনা করেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচিত পদাধিকারীদের মধ্যে একমাত্র প্রধানই নিজে আর্থিক লেনদেন করতে পারেন। প্রধান ও উপপ্রধানের পদ অবৈতনিক তবে তাদের জন্য যথাক্রমে মাসিক ৫০০ ও ৪০০ টাকা সাম্মানিকের ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৪ এর সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে প্রধান বা উপপ্রধানকে পদচ্যুত করার (মতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে পদচ্যুত করতে পারেন। এই সংশোধনী আইনে দলত্যাগ বিরোধী কার্যকলাপের জন্যও নির্দিষ্ট পদাধিকারিককে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের সদস্য পদ খারিজের (মতা দেওয়া হয়েছে।

১৯৭৩ এর পঃবঃ পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েত ঃ প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সভা করার কথা। এছাড়াও ১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েতের কাজে ব্যাপকভাবে জনমত গঠন ও অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে ও পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ও হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে সরাসরি জনগণকে অবহিত করতে প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ও মে মাসে গ্রাম সংসদের ষান্মাষিক সভা ও বাৎসরিক সভা এবং ডিসেম্বর মাসে গ্রাম সভার

মিটিং করাকে আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এলাকার সমস্ত ভোটার আইন মোতাবেক এই সভার সদস্য ও সভাতে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা রচনা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের প্রধান উৎস হল ১) জমি ও গৃহাদির উপর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ধার্য কর। ২) ব্যবসা ও যানবাহনের উপর ধার্য নিবন্ধীকরণ ফি ৩) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বা জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির কাছ থেকে প্রাপ্য অনুদান এবং ৪) কোন দান থেকে সংগৃহীত অর্থ। উল্লেখ্য যে বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব কর আদায়ের বিষয়টি খুবই অবহেলিত হওয়াই ঐ খাতে আয়ের পরিমাণ খুবই নগণ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি মূলতঃ বিভিন্ন সরকারী অনুদানের উপরেই নির্ভরশীল।

পঞ্চায়েতের কর্মচারী ঃ প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বর্তমানে সরকারী অনুদানে মাসিক বেতন ও ভাতা প্রাপ্ত তিনটি তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী পদ আছে সচিব, কর্মসহায়ক ও পঞ্চায়েত সহায়ক। ১৯৭৯ সালে কর্মসহায়ক ও অতি সম্প্রতি ১৯৯৮ সালে পঞ্চায়েত সহায়ক পদটি রাজ্য সরকার কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৯৪ সালের ১ লা এপ্রিল থেকে ১২৪ বৎসর ধরে আসা ব্রিটিশ আমলে ভারতের প্রথম গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন আইন 'দি ভিলেজ চৌকিদারী অ্যাক্ট, ১৯৭০' এ সৃষ্ট চৌকিদার দফাদাররা গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থায়ী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন। এদের পদটিকে 'গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ২৫৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য মোট ৭৬৩ জন গ্রামপঞ্চায়েত কর্মীর পদ সৃষ্ট হয়েছে।

নিচে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বিভিন্ন রাজ্য সরকারের গড় বাৎসরিক অনুদান ও গড় আয়ের একটি চিত্র দেওয়া হ'ল -

সারণী -১৭.৬

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি গড় বাৎসরিক অনুদান ও গড় আয়

সাল	গড় বাৎসরিক অনুদান	নিজস্ব বাৎসরিক আয়
১৯৯৬-৯৭	৪,৫৬,০০০ টাকা	২০,২৫২ টাকা
১৯৯৭-৯৮	৭,২৯,০০০ ,,	২২,৮২০ ,,
১৯৯৮-৯৯	৭,৫৬,০০০ ,,	২৫,৪৪০ ,,
১৯৯৯-২০০০	৮,০৯,০০০ ,,	২৮,৬৪০ ,,
২০০০-২০০১	৯,৬৫,০০০ ,,	৩২,২২০ ,,

সূত্র ঃ জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতের আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক শৃঙ্খলা দেখভালের জন্য প্রতি মাসে একবার ও বৎসরের শেষে বার্ষিক অডিটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই কাজ করার জন্য প্রতিটি ব্লক অফিসে নির্দিষ্ট দুইজন সরকারী পদাধিকারী আছেন।

১৯৯৮ সালে পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট গ্রাম পঞ্চায়েত সংখ্যা ছিল ২৫৫ এবং সারা জেলায় ৩০৬৯ টি নির্বাচন কেন্দ্রে একজন করে এবং ৫৪৫ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রতি কেন্দ্রে দুজন করে মোট ৪১৫৯ জন পঞ্চায়েত সদস্য জনগণের প্রত্য(ভোটে নির্বাচিত হন।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়ের উৎস ঃ প্রতিটি ব্লকে গঠিত হয়েছে একটি পঞ্চায়েত সমিতি। ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদকেই নতুন আইনে পঞ্চায়েত সমিতির রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাতে ছয় থেকে ষোল সতেরটি পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সর্বাধিক তিনজন করে পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য জনগণের প্রত্য(ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়াও প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য ও লোকসভা সদস্যগণ এবং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যগণ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যপদ পান, অবশ্য যদি তিনি মন্ত্রী না হন। পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ এবং পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা থেকে নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্যগণও, যদি তারা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি না হন, পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হন। সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংর(ত। তপসিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন সংর(ণেরও বিধান আছে।

পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচনের পর নব গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির প্রথম সভায় পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্য(ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ (অর্থাৎ পদাধিকার বলে হওয়া সদস্যরা বাদে) নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি ও একজনকে সহকারী সভাপতি পদে নির্বাচিত করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে তাদেরকে পদচ্যুত করা যায়। ১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি হলেন পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত(কৃত্যকারী। সং(-ষ্ট পদে আসীন থাকাকালে তাঁরা অন্য কোন চাকরী বা পেশায় যোগ দিতে পারেন না। তাদের পদ বেতনমূলক। পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়দায়িত্ব সভাপতির উপর ন্যস্ত থাকে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের মত তিনি প্রত্য(ভাবে কোন আর্থিক লেনদেন করতে পারেন না। সভাপতির অনুমোদনত্র(মে এই কাজটি করেন পঞ্চায়েত সমিতির নিবাহী আধিকারিক। পদাধিকার বলে সং(-ষ্ট

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকই হলেন পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক।

পঞ্চায়েত সমিতির গঠন ঃ প্রতি তিনমাসে অন্তত একবার পঞ্চায়েত সমিতির সাধারণ সভা করার কথা। বর্তমানে পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতির উপর বিভিন্ন (ত্রে বহু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। কৃষি, ক্ষুটীর শিল্প, রাস্তা-ঘাট, পশুপালন, সমবায়, হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ, প্রাথমিক ও বয়স্ক শি(া প্রভৃতি(ত্রে পঞ্চায়েত সমিতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের কাজ করতে পারে। সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতিকে, জনস্বাস্থ্য বিভাগের হাত থেকে জল সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ ,পঞ্চায়েত সমিতি এলাকাভুক্ত(বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও এলাকার স্কুল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তদারকির (মতা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বিভিন্ন গ্রাম-পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ।

স্থায়ী সমিতি ঃ উপরোক্ত(বিবিধ দায়িত্ব ও কার্যাবলী সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির কতগুলি স্থায়ী সমিতি আছে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ প্রত্যেক স্থায়ী সমিতির জন্য নিজেদের মধ্য থেকে তিন থেকে পাঁচজন সদস্য নির্বাচিত করেন। স্থায়ী সমিতির সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে কর্মাধ্য(হিসাবে নির্বাচিত করেন। তিনি ৫০০ টাকা করে মাসিক বেতন পান।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির দশটি করে স্থায়ী সমিতি আছে। সেগুলি হ'ল ১) অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ২) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি ৩) পূর্তকার্য ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতি ৪) কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি ৫) শি(া, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি ৬) নারী ও শিশু উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি। ৭) বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি ৮) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি ৯) খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি ১০) (দ্রশিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি(।

অধিকাংশ (ত্রেই পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এছাড়া যানবাহন, ফেরীঘাট ও জন্তুজানোয়ারের উপর ধার্য শুল্ক , হাটবাজারের লাইলেন্স ও যানবাহনের রেজিস্ট্রী ফি ইত্যাদি থেকে ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির কিছু আয় হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার পঞ্চায়েত সমিতির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার থেকে প্রাপ্ত গড় বাৎসরিক অনুদান ও পঞ্চায়েত সমিতির গড় নিজস্ব বাৎসরিক আয়ের একটি চিত্র সারণী -১৭.৭ এ দেওয়া হ'ল।

আগেই বলা হয়েছে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক হলেন পদাধিকার বলে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক, যুগ্ম ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক

সারণী -১৭.৭

পঞ্চায়েত সমিতির প্রাপ্ত গড় বাৎসরিক অনুদান ও নিজস্ব আয়

. বৎসর	অনুদান (টাকা)	নিজস্ব আয় (টাকা)
১৯৯৬-৯৭	১,১২,৪৫,০০০	৭৫,৬৫০
১৯৯৭-৯৮	১,৩৫,৭৫,০০০	১,০৫,২৫০
১৯৯৮-৯৯	১,৮৫,৬৪,০০০	১,১২,০০০
১৯৯৯-০০	২,১২,২৫,০০০	১,২২,০০০
২০০০-০১	২,৭২,৫৪,০০০	১,৩৫,০০০

হলেন পদাধিকার বলে যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক এবং পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক হলেন পঞ্চায়েত সমিতির সচিব পঞ্চায়েত সমিতিতে রাজ্য সরকার অনুমোদিত একজন উচ্চবর্গীয় করণিক ও একজন করণিক এবং একজন পঞ্চায়েত সমিতি-পিওন আছেন। তাছাড়াও ব্লক পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিককেও সরকারী আদেশে পঞ্চায়েত সমিতির কাজে নিযুক্ত(করা হয়।

জেলা পরিষদ হল গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। প্রত্যেক জেলায়, জেলার নাম অনুসারে একটি জেলা পরিষদ গঠিত হয়, যার কার্যাবলী সমগ্র জেলার মধ্যে বিস্তৃত (দার্জিলিং জেলা বাদে)। জেলার এলাকাভুক্ত(সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণ, মন্ত্রী বাদে জেলা থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও বিধান সভা সদস্যগণ ও জেলায় বসবাসকারী (ভোটার হলে) রাজ্যসভার সদস্যগণও পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের সদস্য। এছাড়া প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা থেকে, এলাকার মোট ভোটার অনুসারে ২ বা ৩ জন করে সদস্য ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হ'ল ৬০ জন।

নির্বাচনের পর নবগঠিত জেলা পরিষদের প্রথম সভায় নির্বাচিত সদস্যরা (পদাধিকার বলে সদস্য বাদে) নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাধিপতি ও একজনকে সহকারী সভাধিপতি পদে নির্বাচিত করেন। ১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি হলেন পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত(কৃত্যকারী। পদে আসীন থাকাকালে তাঁরা অন্য কোন পেশা বা চাকরী গ্রহণ করতে পারেন না। জেলা পরিষদের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সভাধিপতি। জেলা পরিষদের সভাধিপতি রাষ্ট্রমন্ত্রীর মর্যাদাযুক্ত(। সভাধিপতি উপস্থিত না থাকলে সহকারী সভাধিপতি, সভাধিপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জেলা পরিষদের কার্যাবলী অত্যন্ত ব্যাপক। জেলার উন্নয়ন

এবং তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিষয়ের ে(ত্রেও জেলা পরিষদের এক্তি(য়ার প্রসারিত। কৃষি, পশুপালন, কুটীর শিল্প, সমবায় আন্দোলন, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল , যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ন করে জেলা পরিষদ। সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম ও পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের উপর তদারকি ও প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ আরোপের (মতা জেলা পরিষদকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এখন জেলার সমস্ত বিভাগের কাজকর্মের জন্য রাজ্য সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ জেলা পরিষদের মাধ্যমে বন্টিত হয় ও সমস্ত বিভাগের কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়ণও জেলা পরিষদের পরামর্শ মত করতে হয়। প্রকৃত অর্থে জেলার জন্য সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে জেলা পরিষদের উপর।

জেলাশাসক হলেন পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক। তাঁকে সাহায্য করার জন্য অতিরি(ত জেলাশাসক পদমর্যাদার একজন অতিরি(ত নির্বাহী আধিকারিক থাকেন। এছাড়াও একজন সচিব, একজন উপসচিব ও একজন অতিরি(ত উপসচিব পদে বিভিন্ন সরকারী আধিকারিককে রাজ্য সরকার নিযু(ত করেন। বিভিন্ন কারিগরী কর্মসূচী ও প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা পরিষদে একজন ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ও একজন এক্জিকিউটিভ ও তাদের অধীনে বেশ কিছু সাব্-অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার আছেন। এছাড়াও আছেন ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউনটেন্ট ও অফিস সুপারিনটেনডেন্ট।

পঞ্চায়েত সমিতির মত জেলা পরিষদেও দশটি স্থায়ী সমিতি আছে এবং তাদের গঠন ও কার্যাবলীও প্রায় অনুরূপ।

জেলা পরিষদকে অর্থের জন্য বিশেষভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়। খেয়া , যানবাহন জন্তু-জানোয়ারের উপর শুল্ক, যানবাহনাদির রেজিস্ট্রি ফি , রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি রাজস্বের অংশ, পথ কর ও পূর্তকর প্রভৃতি থেকে জেলা পরিষদের কিছু আয় হয়। বিশাল ও ব্যাপক দায়িত্বের তুলনায় জেলা পরিষদের নিজস্ব আয়ের সংস্থান খুবই সীমাবদ্ধ। এই জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ নিজস্ব আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ পরিচালিত একটি নিজস্ব ছাপাখানা, দীঘা বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন স্থানে মার্কেট কমপে-ক্স নির্মাণ , জিয়াগঞ্জের লণ্ডন মিশন হাসপাতালের পুনর্গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৪ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে প্রতিটি জেলায় জেলা কাউন্সিল গঠন একটি অনন্য সাধারণ পদে(প। এই বিধানের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে আয় ব্যয়ের বিষয়েগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সজাগ দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে বৃহত্তম বিরোধী স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতা হলেন জেলা কাউন্সিলের অধ্য(। একজন উপাধ্য(ও পাঁচ জন সদস্য জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। এছাড়াও রাজ্য সরকার মনোনীত তিনজন সদস্য হলেন জেলা নির্বাহী বাস্তুকার, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক এবং পরিষদ অ্যাকাউন্টস্ ও অডিট অফিসার।

জেলা কাউন্সিল সেই জেলার যে কোন স্তরের পঞ্চায়েতের হিসাবপত্র বাৎসরিক প্রতিবেদন ও খরচ পত্রের খতিয়ান পরী(া করতে পারেন। খরচপত্র নিয়ম মত হয়েছে কিনা, হিসাবপত্র ঠিকমত রাখা হচ্ছে কিনা তা পরী(া করতে পারেন এবং এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন।

পঞ্চায়েতী রাজের মাধ্যমে (মতা বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা রচনাকেও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ঐ বৎসর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের জন্য জেলা ও ব্লক পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় এবং জেলা পরিকল্পনা তহবিলে রাজ্য সরকার অনুদানের ব্যবস্থাও করে। জেলা পরিকল্পনা তহবিলে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েক বৎসরের প্রাপ্য অর্থ নিম্নরূপ -

১৯৯৪-৯৫	৩৭২.৪৭ ল(টাকা
১৯৯৫-৯৬	৮২৮.৩১ ল(টাকা
১৯৯৬-৯৭	৭৫.৮৫ ল(টাকা
১৯৯৮-৯৯	৮১০.২০ ল(টাকা

পরবর্তী পর্যায়ে ৭৩ তম সাংবিধান সংশোধনের বিধান অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং কমিটি অ্যাক্ট, ১৯৯৪’ প্রণয়ন করে। এই আইনের বিধান ও নিয়ম অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ১৯৯৬ সালের ২৪ শে জুলাই প্রথম জেলা পরিকল্পনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ২ রা জুলাই দ্বিতীয়বার জেলা পরিকল্পনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আইনের ৪ (১) ধারা মোতাবেক জেলা পরিষদের সভাধিপতি হলেন জেলা পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারপার্সন ও ৪ (৪) ধারা অনুসারে জেলা শাসক হলেন এই কমিটির সম্পাদক।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থাকে সফল ও কার্যকরী করার জন্য, যাতে এই সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য, পশ্চিমবঙ্গে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনের বিধান অনুসারে ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইনে রাজ্য অর্থ কমিশন গঠন হয়েছে । সেই অনুসারে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অর্থ কমিশনের পর দ্বিতীয় অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে।

সারণী -১৭.৮

মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল , ১৯৮৮

	সি পি আই এম			কংগ্রেস(ই)			আর এস পি			এফ বি		সি পি আই		বিজেপি	
ব্লক	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ
বহরমপুর	১১৮	২২	১	৮২	১২	-	৬১	১১	-	১	-	২	-	১	-
বেলডাঙ্গা-১	৬৩	১২	-	৭১	১৪	১	৬৮	৯	১	১	-	-	-	২	-
বেলডাঙ্গা-২	৫১	৬	-	২৯	৫	-	৮৮	১৯	২	-	-	-	-	২	-
হরিহরপাড়া	৯২	১৯	২	৩৭	৭	-	৮	১	-	-	-	২	-	-	-
নওদা	৪৩	৭	-	৪৮	৬	-	৭৪	১৫	২	-	-	-	-	-	-
ডোমকল	১৯৯	৩২	-	৪৪	৪	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
জলঙ্গী	১৪৯	২৯	২	৭	১	-	-	-	-	৪	-	-	-	-	-
মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	৬৯	১৭	২	৫১	৫	-	-	-	-	২২	২	১	-	-	-
রাণীনগর-১	৬৫	৯	২	৩৪	৪	-	-	-	-	১৭	৫	-	-	-	-
রাণীনগর-২	১০৫	২১	২	২৯	৪	-	২	১	-	২	-	-	-	-	-
ভগবানগোলা-১	৭০	১৬	২	৪৮	৭	-	১	-	-	-	-	১	-	-	-
ভগবানগোলা-২	৬৫	১৫	২	৪২	৪	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
লালগোলা	১১০	২১	১	৭৫	৭	-	১৫	১	১	-	-	-	-	-	-
নবগ্রাম	১৪৫	২৭	২	২০	১	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
কান্দী	৭২	১১	-	৫৫	১২	২	১৮	৪	-	২২	১	৩	-	-	-
খড়গ্রাম	১২০	২১	২	৭০	১১	-	৫	-	-	৫	-	৪	২	-	-
বড়এ(া	৯৩	১৮	১	৫৬	১০	১	৫৭	৯	-	-	-	১	-	৩	-
ভরতপুর-১	৮৪	১৫	১	৩১	৫	-	২৪	১	১	-	-	-	-	-	-
ভরতপুর-২	১১৫	১৭	২	১৪	৩	-	১৯	১	-	-	-	-	-	১	-
রঘুনাথগঞ্জ-১	৬৬	১০	২	৩১	৪	-	১৫	৩	-	১	-	২	১	-	-
রঘুনাথগঞ্জ-২	৯৪	১৬	২	৬৭	৯	-	৩	২	-	-	-	-	-	-	-
সুতি-১	৪৩	৭	-	৩৮	৫	-	২৭	৬	২	৪	-	-	-	-	-
সুতি-২	৩৭	৬	-	৮০	১৭	১	১৮	৫	১	-	-	-	-	৩	-
সামশেরগঞ্জ	১১২	২৩	২	২৭	২	-	৮	১	-	৭	-	-	-	-	-
সাগরদীঘি	১৫১	২৮	২	৫৩	৪	-	৭	-	-	৩	-	১	১	-	-
ফরাক্কা	৮৯	১৮	২	৩৬	৫	-	৪	১	-	১	-	-	-	২	-
মোট	২৪২০	৪৪৩	৩৪	১১৭৫	১৬৮	৫	৫২৩	৯০	১০	৯২	৮	১৭	৪	১৪	-

সারণী -১৭.৯
মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল , ১৯৯৩

	সি পি আই এম			কংগ্রেস(ই)			আর এস পি			বিজেপি		ফরোয়ার্ড ব্লক		সিপিআই	
ব্লক	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ
বহরমপুর	১৪৬	২৮	১	১১৮	১৭	১	৪৮	৪	-	২৫	২	১	-	৭	-
বেলডাঙ্গা-১	৮০	৯	-	১৩১	২৮	২	১১	১	-	২১	-	-	-	-	-
বেলডাঙ্গা-২	১০২	১৮	২	৫০	৮	-	৩১	৩	-	১৯	২	-	-	-	-
হরিহরপাড়া	৬২	১২	১	৯৯	১৪	১	২	-	-	১৩	-	-	-	৪	১
নওদা	৩৯	৮	-	৮৪	১১	২	৫৮	৯	-	১৬	২	-	-	-	-
ডোমকল	১৬১	২৪	২	১২০	১৫	-	৫	-	-	২	-	৬	-	-	-
জলঙ্গী	১৩২	২৬	২	৩৯	১	-	-	-	-	৯	১	৫	১	-	-
মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	৭৮	১৪	২	৪৮	৬	-	-	-	-	৩	-	৫০	৪	-	-
রাণীনগর-১	৫২	৬	২	৪৯	৫	-	-	১	-	-	-	৩৯	৪	-	-
রাণীনগর-২	৮৮	১৭	২	৫৯	৮	-	২	১	-	১	-	৯	১	-	-
ভগবানগোলা-১	৮৩	১৬	২	৫৭	৮	-	-	-	-	২	-	৭	-	-	-
ভগবানগোলা-২	৬০	১০	১	৫৪	৯	১	-	-	-	-	-	১৭	১	-	-
লালগোলা	১০১	১৬	১	১০৩	১৪	-	১৪	৪	১	১৩	১	৫	-	-	-
নবগ্রাম	১৪৭	২৫	২	৪৯	৫	-	-	-	-	২	-	-	-	-	-
কান্দী	৪৪	৩	-	১০৮	২২	২	৮	১	-	২	-	১৬	৩	১২	-
খড়গ্রাম	১৩৯	১৮	১	৯৫	১৭	-	১	-	-	৯	-	১	-	-	-
বড়এ(া	৮৭	১৭	১	৭৩	১২	১	৫৪	৬	-	৩৫	৩	-	-	-	-
ভরতপুর-১	৭৬	১১	১	৫৬	৯	১	২৫	৩	-	১	-	১	-	-	-
ভরতপুর-২	১০৪	১৬	২	১৯	২	-	২৪	১	-	১৫	২	-	-	-	-
রঘুনাথগঞ্জ-১	৫৭	১০	২	৪৫	৪	-	১২	৪	-	১৯	-	৫	-	-	-
রঘুনাথগঞ্জ-২	১০৫	১৪	১	৮৪	১৬	১	-	-	-	৮	-	-	-	১	-
সুতি-১	৩৫	৮	১	৫৯	৭	-	১৫	১	১	১৩	২	২	-	-	-
সুতি-২	৪২	৫	১	৬৯	১৮	১	২১	৪	-	৩৩	৩	১০	-	-	-
সামশেরগঞ্জ	৯৯	১৯	২	৫৬	৪	-	-	-	-	১৫	১	২২	৩	-	-
সাগরদীঘি	১০৩	১৭	১	১২২	১৬	১	২	-	-	৩	-	৪	-	-	-
ফরাক্কা	৮১	১৫	২	৬০	৯	-	-	-	-	১৭	২	-	-	-	-
মোট	২৩০৩	৩৮২	৩৬	১৯০৬	২৮৫	১৪	৩৩৩	৪৩	২	২৯৬	২১	২০০	১৭	২৪	১

সারণী -১৭.১০
মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল , ১৯৯৮

	সি পি আই এম		আর এস পি		ফরোয়ার্ড ব্লক		সি পি আই		কংগ্রেস		তৃণমূল		বিজেপি		অন্যান্য	
ব্লক	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ
বহরমপুর	৮৮	২৩	৩৮	৫	২	-	২	-	১০০	১৬	২৬	১	৩০	৪	৭	১
বেলডাঙ্গা-১	৪৬	১০	৪২	৭	-	-	-	-	৯২	১৫	-	-	১৩	-	৭	১
বেলডাঙ্গা-২	৮৩	১৯	৪২	৬	২	-	-	-	১৬	১	৮	১	১২	-	২	১
হরিহরপাড়া	৬৭	১৫	২	-	-	-	৬	১	৬০	৮	১০	১	১১	১	২১	২
নওদা	২৮	২	৪১	১১	-	-	-	-	৭৮	১৩	১	-	১৬	১	৩	-
ডোমকল	১২৫	২৭	২	-	৪	-	-	-	৭৯	৭	২৮	২	১	-	৪	-
জলঙ্গী	৬৯	১৫	-	-	-	-	-	-	৩৯	৪	২৫	৬	২৪	২	২	-
মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	৪১	১২	-	-	২৬	২	-	-	৫৩	৮	৬	১	১২	-	১২	-
রাণীনগর-১	৪৮	১১	-	-	২১	২	১	-	৩১	৪	৮	-	২	-	৭	-
রাণীনগর-২	৭০	১১	১	১	৬	১	-	-	২৩	৪	১২	৩	১৪	-	২	-
ভগবানগোলা-১	৬৮	১৮	-	-	১০	-	-	-	৩৭	৩	৭	-	-	-	-	-
ভগবানগোলা-২	৪৩	৮	-	-	৮	-	-	-	৫১	৯	-	-	-	-	১	-
লালগোলা	৭৩	১৮	৭	২	৭	-	-	-	৮৭	১২	৮	১	৮	-	৪	-
নবগ্রাম	৮৬	২০	-	-	-	-	-	-	৬৬	৭	-	-	১	-	-	-
কান্দী	৩১	৫	১৩	-	৩	-	১৭	৩	৭১	১৯	৪	-	৩	-	১৫	১
খড়গ্রাম	৮১	১৮	১	-	১	-	৩	১	৭২	১০	১৭	২	৮	-	১৫	১
বড়এ(া	৬৫	১৫	৩৮	৫	-	-	১	-	১৯	২	৩৮	৭	২৯	৩	১	-
ভরতপুর-১	৬০	১৫	২০	৩	-	-	-	-	২৫	২	১২	১	৪	-	৫	-
ভরতপুর-২	৬৩	১৩	২২	৩	-	-	৫	-	১০	১	১৪	১	১২	২	১	-
রঘুনাথগঞ্জ-১	৫৪	১১	১০	৪	-	-	-	-	১৯	১	১৪	-	১৩	২	৫	-
রঘুনাথগঞ্জ-২	৮২	১৬	৩	২	-	-	৩	-	৪৪	৭	৭	২	১২	১	৩	-
সুতি-১	৩০	৯	২৫	৪	১	-	-	-	৩১	৫	৩	-	১০	-	১	-
সুতি-২	৪৬	১২	১৮	৩	২	-	-	-	৬১	১১	-	-	১২	-	৫	-
সামশেরগঞ্জ	৭০	১৫	১	-	২	১	-	-	৫১	৭	৭	১	৩	-	৪	-
সাগরদীঘি	১১৮	২৭	৪	-	২	-	-	-	৫০	৪	৫	-	৯	-	২	-
ফরাক্কা	৫৪	১২	-	-	-	-	-	-	৬২	১০	৩	-	১৬	১	৩	১
মোট	১৬৮৯	৩৭৭	৩৩০	৫৬	৯৭	৬	৩৮	৫	১৩২৭	১৯০	২৬৩	৩০	২৬৫	১৭	১৩২	৮

সারণী -১৭.১১

মুর্শিদাবাদ জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তৃত ফলাফল , ২০০৩

	সি পি আই এম			বামফ্রন্ট শরিক			কংগ্রেস			বিজেপি, তৃণমূল			অন্যান্য,নির্দল		
ব্লক	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ	গ্রাঃপঃ	পঃসঃ	জেঃপঃ
বহরমপুর	১২৯	২৬	১	২১	২	-	১৫২	২২	২	৪	-	-	৩	-	-
বেলডাঙ্গা-১	৭৫	১৭	২	৩১	৪	১	৭৯	১১	-	১	-	-	৮	-	-
বেলডাঙ্গা-২	৯০	১৫	১	৯	-	-	৭০	১৩	১	-	-	-	-	-	-
হরিহরপাড়া	৩৬	১২	১	৪৭	১	-	৭৫	১৬	২	২৬	-	-	-	-	-
নওদা		২	-		১১	২		১৪	-		-	-		-	-
ডোমকল	১০৮	১৮	১	-	-	-	৩৯	২১	২	১৩	-	-	-	-	-
জলঙ্গী	১০৩	২৪	২	৫	১	-	১২৩	২	-	২	-	-	৪	-	-
মুর্শি-জিয়াগঞ্জ	৪১	৮	-	২২	৮	১	৫১	৬	১	১	-	-	২	-	-
রাণীনগর-১	৪৪	৭	১	৩	৭	-	৬২	১৪	১	৩	১	-	২৭	-	-
রাণীনগর-২	৪৬	১৩	-	২৯	১৩	-	৫৬	১০	২	৫	-	-	১৩	-	-
ভগবানগোলা-১	৩৮	৯	১	-	৯	-	৬৫	১১	১	১৬	১	-	২	-	-
ভগবানগোলা-২	৫০	৬	১	-	৬	-	৪৫	৯	১	-	-	-	১	-	-
লালগোলা	৬৩	৯	-	৯	৯	-	১১৪	২১	৩	৩	১	-	৭	-	-
নবগ্রাম	৮৭	১৭	২	-	১৭	-	৬৫	১০	-	-	-	-	১	-	-
কান্দী	৩৫	৬	-	১৯	৬	-	৭৪	১৯	২	-	-	-	২২	১	-
খড়গ্রাম	৮০	১৮	২	১৭	১৮	-	৭৯	১৫	১	৮	-	-	৮	-	-
বড়এ(া	৭৬	১৫	১	১০	১৫	-	৯১	১৫	২	১	-	-	১৫	১	-
ভরতপুর-১	৫১	১০	-	৮	১০	-	৬০	১২	২	১	-	-	১	-	-
ভরতপুর-২	৪৭	১০	২	২৪	১০	-	৪৯	৭	-	১	-	-	৪	-	-
রঘুনাথগঞ্জ-১	৭৫	১৩	১	-	১৩	-	৫৩	১১	১	৪	-	-	১	-	-
রঘুনাথগঞ্জ-২	৬৫	১৪	১	৯	১৪	-	৫১	১০	১	৬	-	-	৩	-	-
সুতি-১	২৩	৪	-	২০	৪	-	৪৩	১১	২	৯	১	-	৩	-	-
সুতি-২	২৫	১	-	৭	১	-	৯৪	২৩	২	১০	২	-	৫	-	-
সামশেরগঞ্জ	৪৭	৯	-	৬	৯	-	৫৬	৭	-	৪	১	-	-	-	-
সাগরদীঘি	৬৮	১৭	-	৮	১৭	-	৫৭	৯	৩	৬	-	-	৫	-	-
ফরাক্কা	৫৪	৮	১	৫	৮	-	১২৮	২৩	১	২	-	-	১	-	-
মোট	১৫৫৬	৩০৮	২৩	৩০৯	৩২৬	৪	১৮৩১	৩২৬	৩৩	১৬২	৭	-	১৩৬	২	-

সারণী -১৭.১২

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল, মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৮৩ ও ১৯৮৮

দল	গ্রাম - পঞ্চায়েত			পঞ্চায়েত সমিতি			জেলা পরিষদ		
	১৯৮৩ (শতাংশ)	১৯৮৮ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	১৯৮৩ (শতাংশ)	১৯৮৮ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	১৯৮৩ (শতাংশ)	১৯৮৮ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি
সিপিআই এম	১৪৩৬(৩৯.৬)	২৪২০(৫৪.৫)	৯৮৪(১৫)	২৮০(৪০.৪)	৪৪৩(৬০.৮)	১৬৩(২০.৪)	২২(৪২.৩)	৩৪(৬৯.৪)	১২(২৬.৯)
কংগ্রেস	১৪৬৩(৪০.৪)	১১৭৫(২৬.৫)	-২৮৬(১৩.৯)	৩০৪(৪৩.৯)	১৬৮(২৩.১)	-১৩৬(২০.৮)	২৪(৮৬.১)	৫(১০.২)	-১৯(৩৫.৯)
আর এস পি	৪০৭(১১.২)	৫২৩(১১.৭)	১০৪(০.৫)	৭৭(১১.১)	৯০(১২.৯)	১৭(১.৮)	৫(৯.৬)	১০(২০.৪)	৫(১০.৪৮
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩৩(০.৯)	৯২(২.০)	৫৮(১.১)	৪(০.৬)	৮(১.১)	৪(০.৫)	০	০	০
এস ইউ সি	৪৭(১.৩)	৫৯(১.৫)	১২(০.২)	৪(০.৬)	৩(০.৪)	-১(০.২)	০	০	০
সি পি আই	২৭(০.৭)	১৭(০.৪)	-১০(০.৩)	৩(০.৪)	৪(৫.৪)	১(০.১)	০	০	০
বিজেপি	২০(০.৩)	১৪(০.৩)	৪(০)	১(০.১)	০	-১(০.১)	০	০	০
মুসলিম লীগ	-	১০(০.২)	-	-	০	-	০	০	০
নির্দল	১৯৬(৫.৪)	১২৬(২.৭)	-৭০(২.৯)	১৯(২.৭)	৮(১.১)	-১(১.৬)	১(১.৯)	০	-১(১.৯)
মোট	৩৬২৩	৪৪৩৫		৬৯৩	৭২৮		৫২	৪৯	

সারণী -১৭.১৩

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল, মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৮৮ ও ১৯৯৩

দল	গ্রাম - পঞ্চায়েত			পঞ্চায়েত সমিতি			জেলা পরিষদ		
	১৯৮৮৫ (শতাংশ)	১৯৯৩ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	১৯৮৮ (শতাংশ)	১৯৯৩ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	১৯৮৮ (শতাংশ)	১৯৯৩ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি
সি পি আই এম	২৪২০(৫৪.৭)	২৩০৩(৪৩.৯)	-১২৯(১০.৮)	৪৪৩(৬০.৮)	৩৮২(৫০.২)	-৬২(১০.৬)	৩৬(৬৯.২)	৩৬(৬৯.২)	০
কংগ্রেস	১১৭৫(২৬.৪)	১৯০৬(৩৬.৩)	৭৩১(৯.৯)	১৬৮(২৩.১)	২৮৫(৩৭.৪)	১১৬(১৪.৩)	৫(৯.৬)	১৪(২৬.৯)	৯(১৭.৩)
আর এস পি	৫২৩(১১.৭)	৩৩৩(৬.৩)	-১৮৯(৫.৪)	৯০(১২.৯)	৪৩(৫.৬)	-৫০(৭.৩)	১০(২১.১)	২(৩.৮)	-৯(১৭.৩)
বিজেপি	১৪(০.৩)	২৯৬(৫.৪)	২৮২(৫.১)	-	২১(২.৭)	২১(২.৭)	-	-	-
ফরোয়ার্ড ব্লক	৯২(২.০)	২০০(৩.৬)	১০৯(১.৬)	৮(১.০)	১৭(২.২)	১০(১.২)	-	-	-
এস ইউ সি	৫৯(১.৩)	৫০(০.৯)	-৯(০.৪)	৩(০.৪)	৩(০.৪)	০	-	-	-
সি পি আই	১৭(০.৪)	২৪(০.৪)	৭(০)	৪(০.৫)	১(০.১)	-৩(০.৪)	-	-	-
অন্যান্য	১৩৬(৩.০)	১৩২(২.৫)	-৪(০.৫)	৮(১.১)	৯(১.২)	১(০.১)	-	-	-
মোট	৪৪৪৬	৫২৪৪		৭২৮	৭৬১		৫২	৫২	

সারণী -১৭.১৪

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৯৩ ও ১৯৯৮

দল	গ্রাম - পঞ্চায়েত ১৯৯৩ (শতাংশ)	গ্রাম - পঞ্চায়েত ১৯৯৮ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	পঞ্চায়েত সমিতি ১৯৯৩ (শতাংশ)	পঞ্চায়েত সমিতি ১৯৯৮ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	জেলা পরিষদ ১৯৯৩ (শতাংশ)	জেলা পরিষদ ১৯৯৮ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি
সিপিআই এম	২৩০৩(৪৩.৯)	১৬৮৯(৪০.৮)	-৩.১	৩৮২(৫০.২)	৩৭৭(৫৫.০)	+৪.৮	৩৬(৬৯.২)	৪৫(৭৫.০)	+৫.৮
আর এস পি	৩৩০(৬.৩)	৩২০(৭.৯)	+১.৬	৪৩(৫.৬)	৫৬(৮.২)	+২.৬	২(৩.৮)	৪(৬.৬)	+২.৮
ফরোয়ার্ড ব্লক	২০০(৩.৬)	৯৭(২.৩)	১.৩	১৭(২.২)	৬(০.৮)	-১.৪	-	১(১.৬)	+১.৬
সিপিআই	২৪(০.৪)	৩৮(০.৯)	+০.৫	১(০.১)	৫(০.৭)	+০.৬	-	১(১.৬)	+১.৬
কংগ্রেস	১৯০৬(৩৬.৩)	১৩২৭(৩১.৯)	৪.৪	২৮৫(৩৭.৪)	১৯০(২৭.১)	-১০.৩	১৪(২৬.৯)	৮(১৩.৩)	-১৩.৬
তৃণমূল কং	-	২৬৩(৬.৩)	+৬.৩	-	৩০(৪.৩)	+৪.৩	-	-	-
বিজেপি	২৯৬(৫.৪)	২৬৫(৬.২)	+০.৮	২১(২.৭)	১৭(২.৭)	-	-	-	-
এস ইউ সি	৫০(০.৯)	১৭(০.৪)	০.৫	৩(০.৪)	২(০.৩)	-০.১	-	-	-
অন্যান্য	১৩২(২.৫)	১৩১(৩.১)	+০.৬	৯(১.২)	৬(০.৮)	-০.৪	-	১(১.৬)	+১.৬
মোট	**৫২৪৪**	**৪১৫৫**		**৭৬১**	**৬৮**		**৫২**	**৬০**	

সারণী -১৭.১৫

পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা ঃ ১৯৯৮ ও ২০০৩

দল	গ্রাম - পঞ্চায়েত ১৯৯৮ (শতাংশ)	গ্রাম - পঞ্চায়েত ২০০৩ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	পঞ্চায়েত সমিতি ১৯৯৮ (শতাংশ)	পঞ্চায়েত সমিতি ২০০৩ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি	জেলা পরিষদ ১৯৯৮ (শতাংশ)	জেলা পরিষদ ২০০৩ (শতাংশ)	শতকরা বৃদ্ধি
সিপিআই এম	১৬৮৯(৪০.৮)	১৫৫৬ (৩৯.০)	-১.৮	৩৭৭(৫৫.০)	৩০৮(৪৪.২)	-১০.৮	৪৫(৭৫.০)	২৩(৩৮.৩)	৩৬.৭
বাম শরিক	৪৫৫(১১.১)	৩০৯(৭.৭)	-৩.৪	৬৭(৯.৭)	৩৮(৫.৫)	-৪.২	৬(৯.৮)	৪(৬.৭)	৩.১
কংগ্রেস	১৩২৭(৩১.৯)	১৮৩১(৪৫.৯)	+১৪.০	১৯০(২৭.১)	৩৪২(৪৯.০)	+২১.৯	৮(১৩.৩)	৩৩(৫৫.০)	৪১.৭
তৃণমূল-বিজেপি	৫২৮(১২.৫)	১৬২(৪.০)	-৮.৫	৪৭(৭.০)	৭(১.০)	-৬.০	-	-	
অন্যান্য	১৪৮(৩.৫)	১৩৬(৩.৪)	-০.১	৮(১.১)	২(০.৩)	-০.৮	১(১.৬)	-	
মোট	**৪১৫৫**	**৩৯৯৪**		**৬৮**	**৬৯৭**		**৬০**	**৬০**	

পৌর স্বায়ত্তশাসন

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও বেনারস শহরে 'অকট্রয়' ধাঁচের নগর শুল্ক আদায় করা হ'ত। ১৮১৩ সালের ১৩ নম্বর রেগুলেশনে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা শহরের জন্য চৌকিদারী কর সংগ্রহের বন্দোবস্ত করা হয়। বলা হয়, ঐ সংগৃহীত রাজস্ব নগরের পাহারা ও র(ণাবে(ণের কাজে ব্যবহৃত হবে। এই করের উপরে আরও কর সংগ্রহ করে সেই অতিরিক্ত(রাজস্ব নগর পরিচ্ছন্ন রাখা ও রাস্তাঘাট মেরামতির কাজে লাগানোর জন্য প্রশাসনকে (মতা দেওয়া হয় ১৮৩৭ সালের ২৫তম আইনে।

এই ব্যবস্থা দুটিকে যদি পৌর শাসনের ভ্রূণ বলে ধরা হয়, তাহলে বলতে হবে গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের আগেই পৌর প্রতিষ্ঠানের কথা ভাবা হয়েছিল। ১৮৪২ সালের দশম বঙ্গীয় আইনে প্রথম বলা হ'ল স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে পৌরসভা গঠন করা যেতে পারে। আরও দুটি সর্ব ভারতীয় আইন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় — একটি হ'ল ১৮৫০ সালের দশম আইন, অপর ১৮৫৬ সালের বিংশতিতম আইন। দুটি আইনেই এমন এক পৌর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল যার প্রধান কাজ শহরাঞ্চলে চৌকিদারী বা পুলিস কর সংগ্রহ করা।

১৮৬৩ সালে আর্মি স্যানিটারি কমিশনের প্রতিবেদন বিভিন্ন শহরে মোতায়েন হওয়া সৈন্যদের স্বাস্থ্যর(ার জন্য ব্যাপক নাগরিক ও পৌরব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় বাজেট বা রাজকোষের থেকে ব্যয়ের চাপ হ্রাস করার জন্য স্থানীয় উৎস থেকে কর সংগ্রহের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের হাতে দেওয়ার প্রয়োজনও এ সময় অনুভূত হয়। তৈরী হয় ১৮৬৪ সালের মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট (১৮৬৪ সালের তৃতীয় বঙ্গীয় আইন)। প্রতি শহরে পৌর কমিশনার নিয়োগ এবং শহরের র(ণাবে(ণ ও উন্নয়নের কাজ আরও ভালোভাবে করার জন্যই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। পুলিসী বন্দোবস্ত রাখা, পথঘাট ও জলাশয়ের র(ণাবে(ণ, সেগুলি পরিচ্ছন্ন রাখা, এসব কাজের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠান অর্থব্যয় করতে পারত।

মুর্শিদাবাদ জেলার পৌর স্বায়ত্বশাসনের ইতিহাসে ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল দিনটি বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। ঐ দিন এক সাথে জেলার তিনটি পৌরসভা যাত্রা শু(করে। এগুলি হ'ল জঙ্গীপুর, কান্দী এবং মুর্শিদাবাদ পৌরসভা। পৌরসভা তিনটি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১৮৭০ সালে গৃহীত হয় লর্ড মেয়োর ঐতিহাসিক প্রস্তাব। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় শি(া, স্বাস্থ্যবিধান, চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্থানীয় পূর্তকাজ ইত্যাদির জন্য অর্থব্যয় ঠিকমতো হওয়ার জন্য প্রয়োজন স্থানীয় তদারকি ও যত্ন। এই প্রস্তাব পৌর প্রশাসনের (ে ত্র ও গু(ত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং মুর্শিদাবাদ জেলার পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি জন্ম লগ্নেই নাগরিক পরিষেবার বৃহত্তর (ে ত্রে কাজ করার সুযোগ ও দায়িত্ব পেয়েছে বললে অত্যুক্তি(হয় না।

এর অব্যবহিত পরে আসে ১৮৮২ সালের রিপন প্রস্তাব, যা দেশের গ্রামীণ ও পৌর স্বায়ত্ব শাসন বিষয়ক ভাবনায় ও কাঠামোয় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। পৌর প্রতিষ্ঠানে বেসরকারী সদস্য বা নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য থাকার কথা প্রথম এই প্রস্তাবেই আলোচিত হয়। এর ভিত্তিতেই তৈরী হয় বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৮৮৪। এই আইন অনুযায়ী মোট পৌর সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে ১৯৩২ সালে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২ বিধিবদ্ধ ও কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ১৮৮৪ সালের আইনটিই বলবৎ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার পরবর্তী তিনটি পৌরসভা — বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এবং ধুলিয়ান ১৮৮৪ সালের আইন বলেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

জঙ্গীপুর শহরের ঐতিহাসিক গু(ত্ব বিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হবে। এখানে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালের ১লা, এপ্রিল সূচনায় পৌরসভার পরিচালনাভার ন্যস্ত ছিল মনোনীত পুরবোর্ডের উপর। তৎকালীন মহকুমা শাসক শ্রীনাথ গুপ্ত প্রথম পৌরপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত পর্যায়ত্র(মে মহকুমা শাসকেরাই পৌরপতির দায়িত্বভার সামলেছেন। ১৮৮৯ সালে প্রথম নির্বাচিত পুরবোর্ডের পুরপিতা হন শ্রী কৃষ(বল্লভ রায়। দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি এই পদ অলংকৃত করেন।

পৌরসভার আয়তন ৮.২ বর্গ কিলোমিটার। অবস্থান জেলা সদর বহরমপুর থেকে ৫৫ কিলোমিটার উত্তরে। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক জঙ্গীপুর পৌর শহরের পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে চলে গেছে। জেলা সদর ও কলকাতার সঙ্গে রেল ও সড়ক পথে শহরটি সংযুক্ত(। ভাগীরথী জঙ্গীপুর পৌরসভাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। পশ্চিমভাগের নাম রঘুনাথগঞ্জ। বর্তমান পৌরসভার ৮টি ওয়ার্ড রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় পড়ে। পূর্বভাগের নাম জঙ্গীপুর, সেখানে ওয়ার্ড সংখ্যা ১২। ১৮৭২ সালে নির্মিত পৌরভবনটি রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যে অবস্থিত। অতি সম্প্রতি দু'পাশের শহর দুটি একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত(হয়েছে।

পৌর এলাকার প্রধান যানবাহন রিক্শা। রঘুনাথগঞ্জে আছে মহকুমা হাসপাতাল। সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রূপে আছে রবীন্দ্রসদন। ১৯৬৩ সালে পরী(ামূলক ভাবে যে চারটি পৌরসভাতে বাধ্যতামূলক শহর শি(া প্রকল্প চালু হয়েছিল তার মধ্যে জঙ্গীপুর অন্যতম। কলকাতা বইমেলার বহু পূর্বে ১৯৬৩ সালে এখানে অনুষ্ঠিত হয় বইমেলা। সভাক(সহ ২০০ শয্যা বিশিষ্ট দুটি লজ তথা অতিথিনিবাস আছে। ভাগীরথীর চরে তৈরী হয়েছে নেতাজী সুভাষ দ্বীপ। মাঝে আছে একটি সর্পোদ্যান।

মুর্শিদাবাদ পৌরসভার জন্ম ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল। নবাব ইস্‌কান্দার আলি মীর্জা বা সুলতান সাহেব ছিলেন প্রথম পুরপতি। তবে এ তথ্যটি বিতর্কের উর্ধে নয়। প্রথম নির্বাচিত পুরপিতা কুমার রঞ্জিত সিংহ (১৮৮৮)। খ্যাতনামা পুরপিতাদের মধ্যে নামোল্লেখ করতে হয় নবাব ওয়াসেফ আলি মীর্জা, নসীপুরের কুমার ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, কুমার বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, কাজেম আলি মীর্জা প্রমুখের।

সূচনায় পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল তিন। ১) মহিমাপুর ২) বক্‌রীগলি ৩) লম্পট । মোট সদস্য সংখ্যা ছিল দশ। তারমধ্যে পাঁচজন পূর্বোক্ত(তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হতেন। বাকি পাঁচজন ছিলেন সরকার মনোনীত সদস্য।

পৌরসভার বর্তমান আয়তন ১২.৯৫ বর্গ কিলোমিটার বর্গ কিলোমিটার। ওয়ার্ড সংখ্যা ১২ । রাজ্য সরকারের একটি যুব আবাস আছে এ শহরে। এ ছাড়া পৌরসভার পরিচালনাধীনে আসে নেতাজী আবাস, প্রতিবছর প্রায় ৫/৬ ল(পর্যটক এ শহরে আসেন। কিন্তু হাজারদুয়ারী সহ বহু দর্শনীয় স্থানকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও অভাব রয়েছে উপযুক্ত(পরিকাঠামোর। তিনশ বছর আগে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল এখানে। আজ সে (য়িষু(। কেবলমাত্র পর্যটনের জন্য নয়, বসবাসকারী নাগরিকদের জন্যও উপযুক্ত(ও পর্যাপ্ত নাগরিক পরিষেবার যথেষ্ট অভাব আছে এ শহরে।

কান্দী পৌরসভার প্রতিষ্ঠার তারিখও ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রিল। মনোনীত পুরবোর্ডের প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন মহকুমা শাসক। সে সময় কান্দী পৌরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল ৫টি। ১) কান্দী, ২) জেমো, ৩) বাঘডাঙ্গা ৪) রসড়া, ৫) ছাতিনা কান্দী।

বর্তমানে পৌরসভার আয়তন ১২.৯৫ বর্গ কিলোমিটার। ওয়ার্ড সংখ্যা ১৭। পৌরভবনটি অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কান্দীবাসী চাঁদা তুলে নির্মাণ করেছিলেন হ্যালিফক্স ভবন ও স্থাপন করেছিলেন হ্যালিফক্স ইনস্টিটিউট। শতাব্দী প্রাচীন সেই ভবনটিই প্রথমাবধি কান্দীর পৌরভবন। এই ভবনের সাংস্কৃতিক মঞ্চটিই পৌরবাসী ব্যবহার করে সংস্কৃতি চর্চার জন্য।

নির্বাচিত প্রাক্ত(ন পুরপিতাদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় শরৎচন্দ্র সিংহ (১৯২০-২৮), বিজয়েন্দু নারায়ণ চৌধুরী (১৯২৮-৩৮, ৩৯-৪০, ৪৫-৫২), গিরিজাকিশোর ঘোষ, শ্রীপতি সিংহ প্রমুখের নাম।

জেলার চতুর্থ পুরসভা হিসাবে ১৮৭৬ সালের ১লা জুলাই আত্মপ্রকাশ করে বহরমপুর পৌরসভা। ১৮৬৯ সালেই পৌর এলাকা নির্ধারণ হয়ে গেলেও সেনানিবাস থাকায় ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত এখানে কোন পুরসভা তৈরী হয়নি। ১৮৭৬ সালের ১লা জুলাই ১৪ জন বেসরকারী সদস্য ও ৫ জন সরকার মনোনীত সদস্য নিয়ে গঠিত হয় পৌরবোর্ড। সভাপতি ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৮৪ সালে প্রথম নির্বাচিত পুরপিতা হন বহরমপুর তথা বাংলার প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী ও জননেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন। পরবর্তীকালের পুরপতিদের মধ্যে নামোল্লেখ করতে হয় মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীশচন্দ্র নন্দী, অম্বিকাচরণ রায়, শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সত্যানন্দ গুপ্ত, শংকর দাস পাল প্রমুখের। উপ পুরপ্রধানের আসন অলংকৃত করেছেন বিজয় কুমার গুপ্ত, অনুত্তম সেন প্রমুখেরা। সে সময় পৌরসভার ওয়ার্ড ছিল ৬টি। ১) গোরাবাজার (পুরসদস্য ৩ জন), ২) ক্যান্টনমেন্ট,(পুরসদস্য ১জন) ৩) বহরমপুর (পুরসদস্য ৪ জন) ৪) খাগড়া (পুরসদস্য ৩ জন) ৫) সৈদাবাদ (পুরসদস্য ২ জন) ৬) কাশিমবাজারের অংশ বিশেষ (পুরসদস্য ১ জন)। সাধারণত সরকার মনোনীত পাঁচজন সদস্য হতেন সিভিল সার্জেন, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, বহরমপুর কলেজের অধ্য(এবং দুইজন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৫২ সালে ৬টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ জন করা হয়। গোরাবাজার ওয়ার্ড থেকে ৬ জন, বহরমপুর ওয়ার্ড থেকে ৯ জন, ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১জন, খাগড়া থেকে ৭জন, সৈদাবাদ থেকে ৫ জন এবং কাশিমবাজার থেকে ২ জন সদস্য। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে সমগ্র পৌরশহরকে ৩০টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। ১৯৯৮ এর পৌর নির্বাচনে ওয়ার্ড সংখ্যা কমিয়ে ২৩ করা হয়।

বর্তমান পৌরসভার আয়তন ১৬.১৯ বর্গকিলোমিটার এবং ওয়ার্ড সংখ্যা ২৩। উত্তরে সৈদাবাদ কাশিমবাজার থেকে দ(ণে গোরাবাজার এবং পূর্বে রেলপথ ও পশ্চিমে ভাগীরথী নদী পৌর বহরমপুরের সীমানা। তবে রেলপথের পশ্চিমের সামান্য অংশ পৌরশহরের বহির্ভূত।

কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর বদান্যতায় পৌরসভায় পরিস্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয় ১৮৯৯ সালে। শহরে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহের সূচনা হয় ১৯৩২ সালে সুরেশচন্দ্র নাগের ব্যবস্থাপনায়।

এখানে পুরনো ৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫টিতে পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় সূচিত হয় বিশ শতকের তৃতীয় দশকে। আছে পুরসভা পরিচালিত কয়েকটি সুপার মার্কেট। সম্প্রতি নবসাজে সজ্জিত হয়েছে লালদীঘি। ভাগীরথীর পূর্বতীর বরাবর নবনির্মিত নজ(ল ইসলাম সরণীর পাশে গঙ্গাতীরও সজ্জিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা শহরের অন্তঃপরিবহণকে সুগম করেছে।

মুর্শিদাবাদ পৌর অঞ্চল থেকে পৃথক হয়ে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার পথ চলা শু(হয় ১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল। এটি জেলার পঞ্চম পৌরসভা। বর্তমানে পৌরসভার আয়তন ১১.৬৬ বর্গ কিমি। ভাগীরথী নদীর দুপারে বিস্তৃত জিয়াগঞ্জ এবং আজিমগঞ্জ শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে এই পৌরসভা। বর্তমান পৌরভবনটি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বিজয় সিং ও অন্যান্য বিশিষ্ট

ব্যক্তি(দের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা এই পৌরসভার পুরপিতার পদ অলংকৃত করেছেন তাদের মধ্যে বীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জেলার ষষ্ঠ পুরসভা ধুলিয়ানের জন্ম ১৯০৯ সালে। ধুলিয়ানের নগরায়ণের প্রকৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হয়েছে। সংক্ষে(পে বলা যায় ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে তার গু(ত্বের জন্য ধুলিয়ান শহর রূপে গড়ে ওঠে। জমিদার শ্রী সচ্চিদানন্দ রায়ের চেষ্টায় পৌরসভার মর্যাদা পায় ধুলিয়ান। প্রথম পৌরপতি ছিলেন শচীন্দ্র নাথ রায়(১৯০৯-৪৯) বর্তমান পৌর ভবনটির নির্মাণ কাল ১৯১৯। গঙ্গা ভাঙনের জন্য পূর্বতন ধুলিয়ান শহর আর নেই। নতুন ধুলিয়ান শহর গড়ে উঠেছে কাঞ্চনতলায়।

পৌরসভার মোট আয়তন ১০.২৭ বর্গকিলোমিটার। এর ৭০ শতাংশই বস্তি এলাকা। ধুলিয়ান শহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হয়েছে ১৯৭০ সালে। শহরের ৭৫ শতাংশ অঞ্চল বিদ্যুতায়িত। শহরটির বিকাশ হয়েছে অপরিকল্পিত ভাবে। বস্তি এলাকা বেশী। জমির ঢাল নিকাশী নালা রাখার উপযোগী নয়। ফলে জল নিকাশী সমস্যা আছে।

ধুলিয়ান পৌরসভার জন্মের দীর্ঘ ৭২ বছর পরে জেলার সপ্তম পৌরসভা রূপে আত্মপ্রকাশ করে বেলডাঙ্গা। বিশিষ্ট গবেষক নন্দদুলাল ভট্টাচার্য ১৯৬০এর দশকে বেলডাঙ্গাকে চিহ্নি(ত করেছিলেন '(র্বান' বা 'আধাশহর আধা গ্রাম' বসতি হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে(বেলডাঙ্গা জনগণনা দপ্তরের বিবেচনায় শহরের মর্যাদা পায় ১৯২১ সালে। ১৯৮১ সালে বেলডাঙ্গা পৌরসভার মর্যাদা লাভ করে। ওয়ার্ড সংখ্যা ছিল ১৭। সরকার মনোনীত পৌরবোর্ডের প্রথম পৌরপতি শ্রী দীপক নারায়ণ খাঁন। প্রথম নির্বাচিত পুরবোর্ড (মতাশীল হয় ১৯৯৩ সালে- পৌরপতি হন শ্রী হেমরাজ ছাজের।

সমগ্র বেলডাঙ্গা শহর বিদ্যুতায়িত। পানীয় জল সরবরাহ ও সংযোগের ব্যবস্থা আছে।

সারণী -১৭.১৬

বিভিন্ন পৌরসভার করদাতার সংখ্যা

পৌরসভার নাম	১৯১১	১৯৭৪	১৯৯৫	২০০০
জিয়াঃ -আজিমগঞ্জ	৩০৩০	৪৫৬৮	৬০২৭	৯২৮০
বহরমপুর	৫৭১৯	১৩৫০০	১৪৬৯০	২৭৯৬২
ধুলিয়ান	১৪০৬	২৪৯৬	৪৫৮৪	৫০৮৬
জঙ্গীপুর	২৩৫৪	৪১৭৪	৪৯৬৪	১১০০০
কান্দী	২৩৯০	৩৯৫১	৬২৭২	৯৮৮৬
মুর্শিদাবাদ	২৮২৭	৪০১০	৫০৭০	৭৮২৫
বেলডাঙ্গা	--	--	৩৮০১	৫০৮৫

সারণী -১৭.১৭

বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা

পৌরসভার নাম	১৯১১	১৯৭৪	১৯৯৫	২০০০
জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জ	১৫	১৪	১৭	১৭
বহরমপুর	২৫	৩০	৩০	২৩
ধুলিয়ান	৯	৯	১৯	১৯
জঙ্গীপুর	১৮	১৪	২০	২০
কান্দী	১১	১৩	১৭	১৭
মুর্শিদাবাদ	১৫	১২	১৬	১৬
বেলডাঙ্গা	-	-	১৪	১৪

সারণী -১৭.১৮

পুর নির্বাচনের ফলাফল

দল	কান্দী		মুর্শিদাবাদ		জিয়াগঞ্জ		জঙ্গীপুর		বেলডাঙ্গা		ধুলিয়ান		বহরমপুর	
	১৯৯৫	২০০০	১৯৯৫	২০০০	১৯৯৫	২০০০	১৯৯৫	২০০০	১৯৯৫	২০০০	১৯৯৫	২০০০	১৯৯৩	১৯৯৮
কংগ্রেস	১০	৯	৭	৯	১১	৯	৬	৮	২	৬	৪	১৩	১৮	২৩
সিপিএম	০	৩	৩	০	৬	৬	১০	৫	৬	৩	৯	৪	৩	০
ফ.ব্লক	১	১	৫	৪	০	১	১	২	১	০	১	০	-	০
আরএসপি	১	০	-	-	১	-	৪	২	২	৪	৮	১	৩	০
সিপিআই	২	০	-	-	-	-	১	০	-	-	-	-	-	০
তৃণমূল	-	-	-	১	-	১		১		-		-	-	০
বিজেপি	-	-	০	২	-	-	-	-	২	১	৩	০	২	০
এসইউসি	-	-	-	—	-	-	১	১	-	-	-	-	-	০
নির্দল	৩	৪	-		-	-	-	২	-	-	-	১	৪	০
মোট	১৬	১৭	১৫	১৬	১৮	১৭	২২	২০	১৩	১৪	২৫	১৯	৩০	২৩

সারণী -১৭.১৯
পৌরসভার জনসংখ্যা, আয়তন, ঘনত্ব এবং জনসংখ্যা পরিবর্তন

পৌরসভা	জনসংখ্যা (০০০জন)						আয়তন	জন ঘনত্ব*	দশকীয় জনসংখ্যার পরিবর্তন				
	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০০১	২০০১	৫১-৬১	৬১-৭১	৭১-৮১	৮১-৯১	৯১-০১
বহরমপুর	৫৬	৬২	৭২	৯৩	১১৫	১৬০	১৬.১৯	৯৮৯৩	১০.৭১	১৬.৫১	২৮.০৮	২৩.৬৬	৩৯.১০
মুর্শিদাবাদ	১১	১৭	১৭	২২	৩০	৩৭	১২.৯৫	২৮৪৯	৫৪.৫৪	০.৭১	২৮.২৬	৩৬.৩৬	২১.৬৫
জিয়া-আজিম	১৯	২৪	২৬	৩৩	৪২	৪৭	১১.৬৬	৪০৫০	২৬.৩২	১২.০৮	২৩.৩১	২৭.২৭	১২.১৭
কান্দী	১৫	২০	২৬	৩৩	৪০	৫০	১২.৯৫	৩৮৮৮	৩৩.৩৩	৩২.৫৮	২৪.২৩	২১.২১	২৬.৯৭
জঙ্গীপুর	১৮	২৪	৩০	৪৪	৫৬	৭৪	৭.৮৬	৯৪৭৪	৩৩.৩৩	২৩.৪২	৪৬.৫১	২৭.২৭	৩৩.০২
ধুলিয়ান	১৬	১৭	২২	২৫	৩৩	৭৩	১০.২৭	৭০৯৯	৬.২৫	২৮.১৫	১৫.৪৭	৩২.০০	১১৯.৬৬
বেলডাঙ্গা	-	৮	১০	১৬	২০	২৫	৩.৯৮	৬৩৭২	-	২৪.৯৭	৬০.৮৬	২৫.০০	২৫.২৫

সূত্র ঃ মিউনিসিপ্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯ - ২০০০ * প্রতি বর্গ কিলো মিটারে

সারণী -১৭.২০
তপসিলী ও তপসিলী উপজাতি জনসংখ্যা, ১৯৯১

পৌরসভা	মোট জনসংখ্যা	তপসিলীজাতি জনসংখ্যা	তপসিলী উপজাতি জনসংখ্যা	তপসিলী জাতি শতকরা	তপসিলী উপজাতি শতকরা
ধুলিয়ান	৩৩১৯১	৪১৬২	৪	১২.৫৪	০.০১
জঙ্গিপুর	৫৫৮৯১	৭৫৮৭	১৩	১৩.৫৫	০.০২
মুর্শিদাবাদ	৩০৩২৭	৯৮৯৫	৩১৪	৩২.৬৩	১.০৪
জিয়াগঞ্জ-অজিমগঞ্জ	৪২১০৪	৯৮৫২	১৮৪	৩২.৪০	০.৪৪
কান্দী	৩৯৬৫২	৮১১৭	৮৫	২০.৪৭	০.৪৪
বেলডাঙ্গা	২০২৪৯	১৪৩৮	--	৭.১০	--
বহরমপুর	১,১৫,১৪৪	১৩৮৫০	৬৭৪	১২.০৩	০.৫৯

সূত্র ঃ মিউনিসিপ্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯ - ২০০০

সারণী -১৭.২১
পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত(পথের দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার), ১৯৯২-৯৩

পৌরসভা	জাতীয় সড়ক	রাজ্য সড়ক	পাকা রাস্তা			কাঁচারাস্তা			পৌরসভার মোট রাস্তা			সর্ব মোট রাস্তা
			যন্ত্রযান উপযোগী	যন্ত্রযান অনুপযোগী	মোট	যন্ত্রযান উপযোগী	যন্ত্রযান অনুপযোগী	মোট	যন্ত্রযান উপযোগী	যন্ত্রযান অনুপযোগী	মোট পৌর রাস্তা	
জঙ্গীপুর	০	৪	৪১	১১	৫২	৪	৩	৭	৪৫	১৪	৫৯	৬৩
ধুলিয়ান	০	০	২০	৮	২৮	৫	১০	১৫	২৫	১৮	৪৩	৪৩
বেলডাঙ্গা	২	১	১৫	৪	১৯	৩	২	৫	১৮	৬	২৪	২৭
মুর্শিদাবাদ	০	৮	৩৫	২	৩৭	১৭	৪৯	৬৬	৫২	৫১	১০৩	১১১

সারণী -১৭.২২

পৌরসভার পথের দৈর্ঘ্য, (কিলোমিটার)১৯৯৯-২০০০

পৌরসভা	পাকা রাস্তা	কাঁচা রাস্তা	মোট
বহরমপুর	৪৩৪	৩৩৪	৭৬৮
মুর্শিদাবাদ	৩৮	৯৭	১৩৫
কান্দী	৪৫	১৫	৬০
জঙ্গীপুর	৬৯	১০	৭৯
ধুলিয়ান	৩৮	৩৬	৭৪
বেলডাঙ্গা	২২	৩	২৫

সারণী -১৭.২৩

নিকাশি নালার দৈর্ঘ্য, (কিলোমিটার),১৯৯২-৯৩

পৌরসভা	ভূগর্ভস্থ নালা	পাকা খোলা নালা	কাঁচা খোলা নালা	মোট
জঙ্গীপুর	০	১৩	১৫	২৮
ধুলিয়ান	০	৮	৫	১৩
বেলডাঙ্গা	০	১০	২	১২
মুর্শিদাবাদ	০	৮	১৫	২৩

সারণী -১৭.২৪

সাধারণ হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা

মুর্শিদাবাদ	৪৭৫ (১৯৯৬)
জঙ্গীপুর	৫৯২ (১৯৯৩)
ধুলিয়ান	১৪৯ (১৯৯৩)
বেলডাঙ্গা	১২৩ (১৯৯৩)

সারণী -১৭.২৫

পৌরসভার আয় ও ব্যয় (কোটি টাকা)

পৌরসভা	১৯৯৮-৯৯		১৯৯৯-০০	
	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
জঙ্গীপুর	২.৯১	২.৩৮	৩.৭৩	৩.২৭
ধুলিয়ান	১.১৭	০.৮৯	১.৫৭	১.৫৬
বহরমপুর	৪.৭৯	৪.০৬	৮.০০	৭.৮১
বেলডাঙ্গা	১.৬২	১.৩১	১.৫৪	১.৬৫
মুর্শিদাবাদ	১.১২	০.৭৬	১.৫৩	১.২৬
জিয়াঃ-আজিম	১.৩৯	১.১৫	১.১০	১.১৯
কান্দী	১.৮৪	১.৭০	২.১৪	২.০৪

সূত্র ঃ মিউনিসিপ্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ৯৮-৯৯ ও ৯৯ - ২০০০

সারণী -১৭.২৬

পৌরসভাগুলির কর্মীবিন্যাস, ১৯৮৯-৯০

পদের নাম	মুর্শিদাবাদ	জঙ্গীপুর	ধুলিয়ান	বেলডাঙ্গা	কান্দী
সাধারণ প্রশাসন					
করণিক	৪	১১	৩	৭	৩
চতুর্থশ্রেণী	৩	৬	১	৬	২
কর আদায়					
করণিক	৬	৪	০	১	২
চতুর্থশ্রেণী	০	১	১	০	২
তত্ত্বাবধায়ক	১	২	১	১	০
অন্যান্য	৪	৮	৬	৩	৪
জল সরবরাহ					
দ(	০	০	৪	৪	৩
অদ(	২	২	২	২	৩
চতুর্থ শ্রেণী	০	০	০	০	১
শি(া					
শি(ক	০	১২৪	০	০	-
অশি(ক	০	৭	০	০	-
জনস্বাস্থ্য					
করণিক	৭	১	০	০	২
দ(	২	৪	২	১	-
অদ(	০	২	৫	০	-
স্ক্যাভেঞ্জার	৭৬	৭৬	৮	১৯	৩০
চতুর্থ শ্রেণী	০	০	০	০	১
পূর্ত কার্য					
এ.ই.	০	০	০	০	--
এস.এ.ই.	১	২	১	১	১
অন্যান্য	০	১	০	০	১
দ(	০	১	১	০	--
অদ(	০	২	০	০	--
করণিক	১	১	০	১	--
চতুর্থশ্রেণী	১	০	০	১	১
তত্ত্বাবধায়ক					
টেক্‌নিক্যাল	০	১	০	০	--
ননটেক্‌নিক্যাল	১	০	০	০	১
অন্যান্য					
দ(	০	৩	১	০	-
অদ(	০	২	০	০	৫
চতুর্থশ্রেণী	১	০	০	০	-

সারণী -১৭.২৭

পৌরসভার কর আদায় (হাজার টাকায়)

পৌরসভার নাম	বৎসর	ডিমান্ড			আদায়			ব্যালেন্স	বকেয়া তুলনায়	কারেন্ট তুলনায়	মোট তুলনা
		বকেয়া	চলতি	মোট	বকেয়া	চলতি	মোট				
মুর্শিদাবাদ	১৯৮৫-৮৬	৬৩০	৩৬৬	৯৯৬	১০৪	১৭০	২৭৪	৭২২	১৬.২১	৪৬.৪৫	২৭.৫১
	১৯৮৬-৮৭	৭০০	৩৬৭	১০৬৭	১১১	১৮৮	২৯৯	৭৬৮	১৫.৮৬	৫১.২৩	২৮.০২
	১৯৮৭-৮৮	৭৫৮	৩৯০	১১৪৮	১১৮	১১০	২২৮	৯২০	১৫.৫৭	২৮.২১	১৬.৮৬
	১৯৮৮-৮৯	৯০৫	৪০৭	১৩১২	১৬১	২২৪	৩৮৫	৯২৭	১৭.৭৯	৫৫.০৪	২৯.৩৪
	১৯৮৯-৯০	৯১৪	৪০৯	১৩২৩	৬৪	২২২	২৮৬	১০৩০	৭.০০	৫৪.২৮	২১.৬২
	১৯৯৮-৯৯	-	-	৫৫৫৫	-	-	৪৩৮	৫১১৭	-	-	৭.৮৮
	১৯৯৯-০০	-	-	৪০৪৭	-	-	৫০২	৩৫৪৫	-	-	১২.৪০
জঙ্গীপুর	১৯৮৫-৮৬	৫৭৫	৩৮০	৯৫৫	৮৬	১৫১	২৩২	৭১৮	১৪.৯৬	৩৯.৭৪	২৪.৮২
	১৯৮৬-৮৭	৭১৮	৩৯৩	১১১	৯৯	১৯০	২৮৯	৮২২	১৩.৭৯	৪৮.৩৫	২৬.০১
	১৯৮৭-৮৮	৮২২	৩৯৬	১২১৮	২১৭	৩৩৩	৫৫০	৬৬৮	২৬.৪০	৮৪.০৯	৪৫.১৬
	১৯৮৮-৮৯	৬৬৮	৩৯৬	১০৬৪	২০০	২০০	৪০০	৬৬৪	২৯.৯৪	৫০.৫১	৩৭.৫৯
	১৯৮৯-৯০	৬৬৪	৪৪৭	১১১১	১৬৩	২৬০	৪২৩	৬৮৮	২৪.৫৫	৫৮.১৭	৩৮.০৭
	১৯৯৮-৯৯	-	-	১০৬৯	-	-	৫১৫	৫৩৯	-	-	৪৮.১৯
	১৯৯৯-০০	-	-	৯৪২	-	-	৪৬৭	৪৭৫	-	-	৪৯.৫৮
ধুলিয়ান	১৯৮৫-৮৬	৪৯	২৮৮	৩৩৭	১২	২৫৪	২৬৬	৭১	২৪.৪৯	৮৮.১৯	৭৮.৯৩
	১৯৮৬-৮৭	২৫	৩৩৭	৩৬২	০	২৭১	২৭১	৯১	০.০০	৮০.৪২	৭৪.৮৬
	১৯৮৭-৮৮	২৪	৩৭৭	৪০১	০	২৮৩	২৮৩	১১৮	০.০০	৭৫.০৭	৭০.৫৭
	১৯৮৮-৮৯	১৭	৪৮৬	৫০৩	০	৪০৬	৪০৬	৯৭	০.০০	৮৩.৫৪	৮০.৭২
	১৯৮৯-৯০	১৭	৪৮৬	৫০৩	০	৪০৬	৪০৬	৯৭	০.০০	৮৩.৫৪	৮০.৭২
	১৯৯৮-৯৯	-	-	৭৭৩	-	-	৪৩৯	৩২৮	-	-	৫৬.৭৯
	১৯৯৯-০০	-	-	৮০০	-	-	৪৩৭	৩৫৫	-	-	৫৪.৬২
বেলডাঙ্গা	১৯৮৫-৮৬	৯৪৯	৫৯৯	১৫৪৮	৬২	৯২	১৫৪	১৩৫৪	৬.৫৩	১৫.৩৬	৯.৯৫
	১৯৮৬-৮৭	১৩৯৪	৫৯৯	১৯৯৩	৩৫	৮৮	১২৩	১৮৭০	২.৫১	১৪.৬৯	৬.১৭
	১৯৮৭-৮৮	১৮৭০	৫৯৮	২৪৬৮	৩৫	৮৯	১২৪	২৩৪৪	১.৮৭	১৪.৮৮	৫.০২
	১৯৮৮-৮৯	২৩৪৪	৫৯৮	২৯৪২	৬৬	৬৫	১৩১	২৮১১	২.৮২	১০.৮৭	৪.৪৫
	১৯৮৯-৯০	২৮১১	৫৯৮	৩৪০৯	১০৬	১২২	২২৭	৩১৮২	৩.৭৭	২০.২৩	৬.৬৬
	১৯৯৮-৯৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	১৯৯৯-০০	-	-	৫৭৯২	-	-	৬৯৩	৫০৯০	-	-	১১.৯৬
জিয়াঃ-	১৯৯৮-৯৯	-	-	৭০৬৬	-	-	৭৯৪	৫০৪৮	-	-	১১.২৪
আজিম	১৯৯৯-০০	-	-	৭৭৭১	-	-	১০৪৪	৬০৩৮	-	-	১৩.৪৩
বহরমপুর	১৯৯৮-৯৯	-	-	১৬৮৮৭	-	-	১১৭২৭	৫১৬০	-	-	৬৯.৪৪
	১৯৯৯-০০	-	-	১৬৮৬২	-	-	১২১০৮	৪৭৫৪	-	-	৭১.৮১
কান্দী	১৯৯৮-৯৯	-	-	৩৬৩৫	-	-	৩৯৪	৩২৪১	-	-	১০.৮৪
	১৯৯৯-০০	-	-	৫৪৩৮	-	-	২৬৯	৫১৬৯	-	-	৪.৯৪

তথ্যসূত্র ঃ

১। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, নবম খন্ড, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ডি. কে. পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ১৯৭৪

২। এল. এস. ওম্যালি, বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৭

৩। বি. কে ভট্টাচার্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, মুর্শিদাবাদ। কলকাতা, ১৯৯৭

৪। অতনু কুমার দত্ত , মুর্শিদাবাদ জেলার পুরসভা সাতটি, গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯৮

৫। সুরজিৎ বসাক, মুর্শিদাবাদ জেলার পৌরচিত্র, মুর্শিদাবাদ সন্দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ২০০০

৬। মিউনিসিপ্যাল স্ট্যাটিসটিক্স, ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০, ব্যুরো অব্ অ্যা প-য়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স,

৭। ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক- এর বিভিন্ন বছরের সংখ্যা, ব্যুরো অব্ অ্যা প-য়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স,

৮। ড্রাফট্ ডেভেলপমেন্ট প-্যান, ২০০৩-০৪, ডিস্ট্রিক্ট প-্যানিং কমিটি, মুর্শিদাবাদ